ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-50 ■ 25 November, 2024 ■ আগরতলা ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত শোনার পর দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী

জনকল্যাণে গতানুগতিক কর্মসূচির বাইরে গিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর মানুষের আস্থা রয়েছে। তিনি দেশের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কাজ করেছেন। হর ঘর তিরঙ্গা, মেরি মাটি মেরি দেশ ইত্যাদি দেশাত্মবোধক ভাবনা এনেছেন। আগামীতে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পাওয়া যাবে কিনা সেনিয়ে সংশয় রয়েছে। গতকাল মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টির আশানুরূপ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি দেশের যুব শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

রবিবার ১৩ প্রতাপগড় বিধানসভার অধীন বনকুমারী বগলা মাতা মন্দির পরিসরে দলীয় সহকর্মীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "মন কি বাত" কার্যক্রম শ্রবণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, জ্ঞান ছাড়া কিছু হবে না। আগামীদিনে দেশ তাদের হাতে থাকবে যাদের জ্ঞান রয়েছে। জ্ঞানই সত্যি বলবে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আগামীদিনে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। যুবদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা করতে হবে। যাতে আমাদের সবার গর্ব হয়। প্রতাপগড় এলাকা থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে একজনকে সম্মানিত করা হয়েছে। যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের। এজন্য নাম পাঠাতে হয়েছে এবং তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ রবিবার "মন কি বাত" কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই কার্যক্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন অজানা ও উদ্ভাবনী তথ্য তুলে ধরেন তিনি। আর নভেম্বর মাসের শেষ রবিবার অনুষ্ঠিত হল প্রধানমন্ত্রীর ১১৬ তম মন কি বাত কার্যক্রম। আজকের পর্বে যুবশক্তি দ্বারা বিভিন্ন সদর্থক প্রয়াস, ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকা ভারতীয়দের ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রকৃতি সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রয়াস সম্পর্কে তিনি আমাদের অবহিত করেন।

এদিন মন কি বাত কার্যক্রম শ্রবণের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যাপক অংশের কার্যকর্তা সমবেত হন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কাজের কোন বিকল্প নেই। কাজের মাধ্যমেই দেশ ও রাজ্যের বিকাশে সামিল হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর দেশবাসীর বিপুল আস্থা রয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদির উপর মানুষের আস্থা প্রমাণিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদী

স্বামীজীর জন্মদিনে তরুণদের নিয়ে এবার বিশেষ প্রয়াস

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) ।। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে বিশেষ প্রয়াসের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'আগামী বছর স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী। এবার দিনটি একটু বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ১১ এবং ১২ জানুয়ারি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে তরুণদের আলাপ-আলোচনার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর উদ্যোগের নাম "বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ"। সমস্ত রাজ্য, জেলা ও গ্রাম থেকে প্রায় ২০০০ তরুণ অংশ নেবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আপনাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জামা মসজিদের সার্ভে ঘিরে হিংসা
সম্ভলে পুলিশের গাড়িতে আগুন, মৃত ৩

সম্ভল, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় শাহি জামা মসজিদে সার্ভেকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল পরিস্থিতি। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে পুলিশ। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এই হিংসায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এই হিংসার ঘটনায় অনেককেই হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।ডিজিপি প্রশান্ত কুমার বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশে সম্ভলে একটি মসজিদে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। কিছু অসামাজিক লোক পাথর ছুঁড়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ঊর্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করবে।' সম্ভলের পুলিশ সুপার কৃষাণ কুমার বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ অনুসারে, সম্ভল জেলার জামা মসজিদের সার্ভে চালানো হয়েছিল। সার্ভের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল এবং সার্ভে চালানোর সময় পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশ জবাব দিয়েছে, জামা মসজিদ চত্বরে পার্ক করা সাব-ইন্সপেক্টরদের কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। একটি সার্ভে টিম রবিবার সকালেই জামা মসজিদের সমীক্ষা করতে পৌঁছয়। আদালতের নির্দেশে এই সার্ভে চালানো হয়।

কিন্তু, আচমকাই বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ইট ছোঁড়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে পুলিশ। তবুও, ইট ছোঁড়া বন্ধ হয়নি।

তারপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সম্ভলের ডিএম রাজেন্দর পেনসিয়া বলেছেন 'সার্ভে শেষ হয়েছে। সার্ভে টিমকে নিরাপদে বের করে আনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথ ২৮ নভেম্বর

রাঁচি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ আগামী ২৮ নভেম্বর। ২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ফের একবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। রবিবার রাজ্যপাল সন্তোষ গাংওয়ারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন হেমন্ত সোরেন এবং সরকার গঠনের দাবি জানান। রাজভবন থেকে বেরিয়ে হেমন্ত সোরেন বলেছেন, 'আগামী ২৮ নভেম্বর নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আজ আমরা (ইন্ডি) জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং সেই ধারাবাহিকতায়, আমরা রাজ্যপালের সামনে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি। আমি তাঁর কাছে আমার পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছি। কংগ্রেস এবং আরজেডি-র দায়িত্বপ্রাপ্তরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন, ২৮ নভেম্বর শপথ অনুষ্ঠান হবে।'

আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে রবিবার কেন্দ্রীয় সরকার এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন। সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় ৯টি গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি সহ আটক ২ যুবক। তাদের নাম আশাফুল ইসলাম এবং সজীব মিয়া।

গোপন খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ পুরাথল রাজনগর এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে একটি বোলেরো গাড়ি সহ নয়টি গবাদি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে টেট উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। নিয়োগের দাবিতে ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ঘেরাও করে। রবিবার রাজধানী আগরতলায় নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার দাবিতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে টেট উত্তীর্ণদের চাকরিতে নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। এই নিয়ে বহুবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে টেট উত্তীর্ণরা। বহুবার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করলেও কোনো ফল হয় নি।

২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ প্রায় তিন শতাধিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেড পে বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব বিশালগড়ের বিজ্ঞান শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ নভেম্বর।। গ্রেড পে বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হলেন বিশালগড় ইউনিটের অধীন বিজ্ঞান শিক্ষক এসোসিয়েশন। তাদের অভিযোগ ২০১৭ সালে বিগত বামফ্রন্ট সরকার পে এন্ড পেনশন রিভিশন কমিটি সুপারিশ করে পে রিভিউ করেছিল। এই স্কিমের আওতায় বিগত সরকার গ্রেড পে স্থির করে দিয়েছিল। যার ফলে সমস্ত ধরনের স্নাতক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষক অস্নাতক স্তরের শিক্ষক স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষক এমনকি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী ভাতা থেকে বঞ্চিত ষাটোর্ধ চরনজয় রিয়াং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের অধীন চন্দ্রখা পাড়ায় সরকারী ভাতা থেকে বঞ্চিত ষাটোর্ধ চরনজয় রিয়াং(৬৫)। সরকারের কাছে বৃদ্ধ ভাতার জন্য কাতর আবেদন উনার। কিন্তু এখনো মেলেনি সরকারী বৃদ্ধ ভাতার সুবিধা। বয়সের ভারে কর্মক্ষমতাও নেই তেমন। তাই পরিবার নিয়ে বহু কষ্টেই দিন কাটছে তার। তিনি চরনজয় রিয়াং। রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের অধীন দেওভ্যালি এডিসি ভিলেজের চন্দ্রখা এলাকায় স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে থাকেন চরনজয়।

দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের মুখে অন্ন যোগান তিনি। কিন্তু বয়সের ভারে আগের মতো নেই কর্মক্ষমতাও। পরিবারটি এডহক বিপিএল রেশন কার্ডের অন্তর্ভূক্ত হলেও পয়ষট্টি বছর বয়সেও তার ভাগ্যে বৃদ্ধ ভাতা জোটেনি বলে অভিযোগ। আক্ষেপের সুরে তিনি জানান, ভাতা পেতে কয়েক দফায় সরকারী অফিসে আবেদন পত্র জমা দিয়েও লাভ হয়নি কিছুই।

সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোৎ

দিল্লিতে তিপ্রাসা চুক্তি নিয়ে দ্বিতীয় দফা আলোচনা ৩ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। তিপ্রাসা চুক্তির দ্বিতীয় দফা আলোচনা আগামী ৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা। নিজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর।

শ্রী দেববর্মা আরো বলেন, 'আমাদের তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপোস করা যাবে না এবং আমি আমাদের সম্প্রদায়ের এজেন্ডাকে প্রথমে রাখব এবং কোনো রাজনৈতিক সুবিধার দিকে তাকাব না। কয়েকজন নেশার থেকে তিপ্রাসাদের উন্নয়ন বেশি জরুরি।'

এবিষয়ে রবিবার ত্রিপুরা স্বরাষ্ট্র বিভাগের জনৈক বরিষ্ঠ আধিকারিক জানিয়েছেন যে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংকীর্ণ স্বার্থে বিভাজন তৈরি করা রাজনীতির কাজ নয় ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ডুকলি মহকুমা দপ্তরে রক্তদান শিবির সংগঠিত করেছে সিপিআইএম। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিপিআইএম ডুকলি মহকুমা দপ্তরে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন আমরা মানুষের জন্য রাজনীতি করি। সংকীর্ণ স্বার্থে বিভাজন তৈরি করা রাজনীতির কাজ নয়। রাজনীতি মানেই জনগণের সেবা করা। রক্তদান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং
৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার,১৯৩১ বঙ্গাব্দ

দূষণের কবলে সভ্যতা

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

কাকদ্বীপে দুই ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু, শোকের ছায়া গোটা এলাকায়

কাকদ্বীপ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার কাশিনগর ও মাধবনগর রেল স্টেশনের কাছে রেল লাইনের ধারে সুস্মিতা দাস এবং সোমা জানা নামে দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রীর মরদেহ পাওয়া যায়। মৃতরা সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, শনিবার বিকেলে টিউশন পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল দুই ছাত্রী। রাতে বাড়ি না ফেরায়, পরিবারের পক্ষ থেকে হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। তদন্তে নামে পুলিশ। রবিবার দুপুরে স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

সুস্মিতা দাসের পরিবারের দাবি, এই মৃত্যু পরিকল্পিত খুনের ফল। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, হত্যার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ দুটি রেললাইনের ধারে ফেলে রাখা হয়েছে। এদিকে, সোমা জানার পরিবারের পক্ষ থেকেও ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

সুন্দরবন জেলা পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর এলাকায় একইসঙ্গে শোক ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথ ২৮ নভেম্বর, জানালেন হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ আগামী ২৮ নভেম্বর। ২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ফের একবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। রবিবার রাজ্যপাল সন্তোষ গাংওয়ারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন হেমন্ত সোরেন এবং সরকার গঠনের দাবি জানান। রাজভবন থেকে বেরিয়ে হেমন্ত সোরেন বলেছেন, 'আগামী ২৮ নভেম্বর নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আজ আমরা (ইন্ডি) জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং সেই ধারাবাহিকতায়, আমরা রাজ্যপালের সামনে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি। আমি তাঁর কাছে আমার পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছি। কংগ্রেস এবং আরজেডি-র দায়িত্বপ্রাপ্তরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন, ২৮ নভেম্বর শপথ অনুষ্ঠান হবে।'

ঠাকুর বাড়ির অবন ঠাকুর

রাজু পাড়াল

রঙ ও রেখার এক আশ্চর্য যাদুকর ছিলেন তিনি। দর্শকের কাছে তিনি পরিচিত ''ছবির রাজা'' হিসেবে। শিল্পের প্রতি অনুরাগই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল দক্ষতার শীর্ষে। হয়ে উঠেছিলেন - পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। সমকালে তিনি যে অতুলনীয় চিত্রকলার সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও শিল্প রসিক ব্যক্তিদের মুগ্ধ করে। তাঁর ছবি ভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তিতে চোখ ও মনকে অভিভূত করে। মৃত্যুর ১৫০ বছর পরে আজও তাঁর আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

নবজাগরণের পীঠস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা) ১২৭৮, ২৩ শ্রাবণ) বেলা ১২ টায় জন্মাষ্টমীর দিন। অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র।। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুনেন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সৌখিন ও সৌন্দর্য রসিক মানুষ। অবনীন্দ্রনাথের বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ ও ছোটবোন সুনয়নী দু'জনেই ছিলেন এ সেকালের নামজাদা চিত্রাশিল্পী। তাঁর মেজদা সমরেন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল শিল্পরসিক হিসেবে। এরকম পরিবেশে বড় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শিল্পের হজের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের সহজাত আকর্ষণ গড়ে ও ওঠে শিশু কাল থেকেই।

ছেলেবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের মনটা ছিল ''চোখে ভরা''। যা -কিছু দেখতেন যা কিছু ভাবতেন সবই তাঁর মনে ছবি হয়ে উঠত, আর তাঁর কথার মধ্যে ফুটে উঠত ছবির ব্যঞ্জনা। তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিকথা কতকটা বাস্তব, আর কতকটা মিশে আছে তাঁর বালক মনের কল্পনা। বাল্যকালে তাঁর সবচাইতে কাছের মানুষটি ছিলেন- পদ্মাদাসী। বৃদ্ধ বয়সেও অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিজুড়ে ছিলেন এই মানবী। বাল্যাস্মৃতি 'আপন কথা'য় বলেছেন।

'আলোর কাছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ পরদাসী মস্ত একটা রূপোর ঝিনুক আর টি গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে তুলছে আর ঢালছে সেই তপ্ত দুখ। এ দাসীর কালো হাত দুথ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে।' বাল্যকালে পদ্মদাসীকে ছাড়া একদণ্ডও ও চলত না অবনীন্দ্রনাথের। সকালে ঘুম ভাঙানো থেকে রাতে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত তাঁর সব কাজের দায়িত্বেই ছিল ন পদ্মদাসীর। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুমনের খেয়ালি কল্পনার কত ছবিই না ছড়িয়ে ছিল তাঁর আঁকা ও লেখায়। একা ঘরে বসে দেখতেন বিভিন্ন ধরনের ছবি। চোখে পড়তো দেওয়ালে টিকটিকি ওৎ পেতে আছে, চড়ুই বাসা বাঁধছে, চুপ করে বসে আছে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো ও এসে পড়েছে, দেওয়ালে হেঁটে চলেছে মানুষের ছায়া। দুপুরে ছোট পিসির ঘরে ঢুকে তন্ময় হয়ে দেখতেন দেওয়ালে ঝোলানো দেবদেবীর পট, অয়েল পেন্টিং। - আর কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতেন ''শ্রীকৃষ্ণের। পায়েস ভক্ষণ'', ''শকুন্তলা'', ''মদনভস্ম'', ''কাদম্বরী''। ''নয়'' কি ''দশ'' বছর বয়সে সপরিবারে।

একবার কোন্নগরের বাগান বাড়িতে গেলেন তাঁরা। সেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। কাগজ-পেন্সিল- তুলি-কলম নিয়ে বসে পড়লেন অবনীন্দ্রনাথ। কলসি কাঁখে মেয়েরা নদীর ঘাটে যাচ্ছে, ছেলেরা পাঠশালায় চলেছে, রাখাল বালক গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে, মুদির দোকান, বাঁশঝাড়, রথতলা, ধান যেত, নদীর বুকে ভাসমান নৌকা-এসব দেখলেন আর আঁকলেন। আসলে ছবি আঁকার আবহ তাঁর বাড়িতেই ছিল। তাই উপলব্ধির জগৎ ও মনের সঞ্চয় তাঁর বেড়েই চলল। মা-সৌদামিনীর প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ছিল গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি। অবনীন্দ্রনান বাল্যকালে আঁকার প্রেরণা মায়ের কাছ থেকেই পান। অবনীন্দ্রনাথের প্রথাগত অজন শিক্ষার শুরু ২৫-২৬ বছর বয়সে। পারিবারিক বন্ধু কুমুদ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ইতালিয়ান শিল্পী গিলার্ডির। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শিখলেন প্যাস্টেল, তেল রং প্রতিকৃতি আঁকা। ছ'মাস শেখার পর বন্ধ করলেন গিলাডির কাছে আঁকা শেখা। বাড়িতেই ছবি আঁকবেন বলে স্টুডিও খুললেন। উৎসাহ দিলেন কাকা রবীন্দ্রনাথ। সে সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আসেন কেরলের বিখ্যাত শিল্পী রবি বর্মা। তিনি অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির প্রভুত প্রশংসা করেন।

১৮৯৩ সালে ইংরেজ শিল্পী সি এল পামারের কাছে শুরু করেন শিক্ষানবিশি পর্ব। পামার সাহেবের কাছে শিখলেন জল রঙ, কালি-কলম ও তেল রংয়ের পদ্ধতি। ইউরোপীয় কায়দায় ছবি আঁকায় দক্ষ হয়ে উঠলেও অবনীন্দ্রনাথের মন সর্বদাই অতৃপ্তিতে ভুগত। দেশিয় ছবির সূক্ষ্ম কারুকার্য, ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণ সমাবেশ তাঁর মনকে এমন বাবে আকৃষ্ট করল যে তিনি দেশিয় রীতিতেই ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নেন -শেষ পর্যন্ত। নব-উৎসাহে এঁকে চললেন-'বৈষ্ণব পদাবলী', বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি।

১৮৯৭ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সরকারি আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ হ্যাভেলের। চারু ও কারুকলার প্রতি হ্যাভল সাহেবরে ছিল বীষণ আকর্ষণ। তিনি সর্বদাই চাইতেন আট স্কুলের ছাত্ররা ভারতীয় রীতিতেই ছবি আঁকা শিখুক। অবনীন্দ্রনাথকে দেশীয় রীতিতে ছবি আঁকার ব্যাপারে হ্যাভেন সাহেব যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগান। হ্যাভেল সাহেবের মিউজিয়ামে মুঘল শিল্পের গোটা কয়েক নমুনা দেখে অবনীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে (১৯০৫) হ্যাভেল সাহেবের আগ্রহ ও অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ সরকারি কলাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। প্রায় এই সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারাকে মিশিয়ে অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন নিজস্ব এক নতুন ধারা। তখন থেকেই ভারতীয় শিল্প নবজন্ম লাভ করল। নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকল তাঁর অঙ্কন-শৈলী। সকলের কাছে তিনি পরিচিত হলেন- ''শিল্পী গুরু'' হিসেবে। তাঁর সান্নিধ্যে এলেন-নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন কর, মুকুল দে, বীরেশ্বর সেন, মনীন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো ছাত্ররা। পরবর্তীকালে এই সব ছাত্ররাই ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে শিক্ষাগুরুর পদ গ্রহণ করে।

ছবি আঁকা বা লেখালেখি যাই হোক, মনে প্রাণে ভারতীয় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারতীয় শিল্প এবং প্রাচ্যশিল্প যাতে বিশ্বের দরবারে সমাদর পায়, তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন মানুষটি। ১৯০৭ সালে সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থাকাকালীনই দাদা গগনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ''ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসে'র। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, ''আমরা করেছিলুম এমন একটা সোসাইটি। যেখানে দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে সবাই একত্র হয়ে আর্টের উন্নতির জন্য ভাববে। শুধু ভারতীয় শিল্পই নয়, প্রাচ্যশিল্পের সব কিছু জিনিস দেখানো হবে লোকেদের।'' লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডসে, এডউইন মন্টেগু, মিস কার্প্লে, ভবানী চরণ লাহা প্রমুখের মতো শিল্পানুরাগীরা সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। সে সময় সোসাইটি হয়ে উঠেছিল অবনীন্দ্রনাথের ধ্যান জ্ঞান। ১৯১৫ সালে আর্ট স্কুলের নতুন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে মত বিরোধ ঘটায়, অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে সোসাইটির কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন। এ সময় জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় বসে সারাদিন মনের আনন্দে কেবল ছবি আঁকতেন। দেশ বিদেশের বহু শিল্পরসিক এখানে আসতেন তাঁর আঁকা ছবি ও শিল্প সংগ্রহ দেখতে। বিভিন্ন প্রকার শিল্প সামগ্রী বহুদিন ধরে কিনে ঠাকুরবাড়িতেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন বৃহদাকার শিল্প সংগ্রহ শালা। বলা বাহুল্য, জোড়াসাঁকোর বাড়িটি পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের এক অন্যতম পীঠস্থান রূপে পরিণথ হয়েছিল। সারা জীবনে অবনীন্দ্রনাথ অসংখ্য ছবি অঙ্কন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে-''বুদ্ধ ও সুজাতা'', ''বিরহী যক্ষ'', ''ওমর খৈয়ম'', ''গণেশ জননী'', ''সমুদ্র কন্যা'', ''ব্রজমুকুট'', ''ঋতু সংহার'', ''আরব্য রজনী'', ''অভিসারিকা'', ''নির্বাণ'', ''যমুনা পুলিনে শ্রীরাধা'', ''কবিকঙ্কন চণ্ডী'', ''সাজাহান'', বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। তবে অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন ''কৃষ্ণলীলা'' ছবি গুলিতে। তাঁর মন প্রাণ জুড়ে তখন বিরাজ করছিল কৃষ্ণ। আঁকতে আঁকতে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজ গুরু পামার মুগ্ধ হয়েছিলেন ছবিগুলোর চরিত্র দেখে। অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিলেন তিনি এ ধরনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ''লাইফ স্টাডি'', ''অ্যানাটমি'' ছেড়ে তখন থেকে হলে অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের রূপ ও ভাবের জগত গড়ে তোলায় মন দিলেন। এক সময় আন রবিকা (কাকা-রবীন্দ্রনাথ) তাঁকে ''বৈষ্ণব পদাবলী'' নিয়ে ছবি আঁকার কথা বলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন গোবিন্দ দাসের কবিতা অবলম্বনে দেশীয় পদ্ধতিতে অঁকেলেন-''শুক্লাভিসার''। মুঘল আঙ্গিকে আঁকলেন-''শাহাজাহানের মৃত্যু প্রতিক্ষা'', ''শাহাজাহানের মৃত্যু প্রতিক্ষা'' ছবিটির জন্য কয়েকবার পুরস্কৃতও হন অবনীন্দ্রনাথ। নিজের বেদনা- মনোকষ্ট ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে বেদনা- মনোযন্ত্রণা একান্তই আর নিজের থাকেনি, হয়ে উঠেছিল সকলের। ''জোড়াসাঁকোর ধারে'' বইটিতে তিনি নিজেই বলেছেন, ''এই ছবি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল, সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম।... আমার বুকের মনে ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম।''

অবনীন্দ্রনাথের কন্যা উমা দেবী তাঁর ''বাবার কথা'' বইতে উল্লেখ করেছেন,ছবিটির জন্য পদক প্রাপ্তির সংবাদে তাঁর দিদিমার চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। চোখের জলে তিনি পুত্রকে বলেছিলেন, আমার সেই ছোট্ট ছেলে অব, কত ঝালিকুলি-রং মেখে কাপড় নোংরা করত। কত বলেছি তার জন্যে। সেই রং আজ সোনা হয়ে আসবে কে জানত ।

পুত্র অলোকেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এঁকে প্যারিসের এক প্রদর্শনীতেও পুরস্কৃত হন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের আর একটি বিখ্যাত ছবি ''দাসখত''। অপূর্ব প্রেমের এই ছবিটি যে-কোনও দেশেই বিরল। একটি লতাবিতান, সরু দুটি থাম, নীল শ্যাম কৃষ্ণ। রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তে বেষ্টন করে আছেন। রাধার চোখে মিথ্যে অভিমানের ছলনা। কৃষ্ণের চোখে কটাক্ষ ন দর্শনীয়। গালে লাল রঙের সামান্য আভা।। পটভূমিতে নীল ও পীতাভ রঙের আশ্চর্য ব্যবহার। ছবিটি বার্লিংটন হাউসে - ওরিয়েন্টাল আর্টের একটি প্রদর্শণীতে। টাঙানো ছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা পৌরাণিক ও এক ঐতিহাসিক ছবিগুলিতে স্বদেশ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। গল্পের ভেতর দিয়ে শিল্পী তাঁর সময়ের স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তাঁর ছবিগুলিতে। গল্পের বাগদাদ আর বাস্তবের কলকাতা এক হয়ে গিয়েছিল তাঁর আরর্য রজনীর ছবিগুলিতে। চারপাশের চরিত্রগুলো গল্প ও রূপকথার মোড়কে প্রকাশ পেয়ে ছিলো। অবনীন্দ্রনাথের কাছে আঙ্গিকটাই সব ছিল না, ভাবটাই ছিল আসল। রঙের নিজস্ব নিবিড়তা ও বিশিষ্টতাকে ব্যবহার করে ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলতেন তিনি।

রঙে রঙে সংঘাত ও মিল ঘটিয়ে রূপকে প্রাণময় ও আলোকময় করে তুলখেন। অন্তরের বেজে ওঠা সুরকে ছবিতে অনুরনিত করেছেন প্রত্যেকরার। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন বিখ্যাত 'ভারতমাতা' চিত্রটি। ছবিটিতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও অভিনব কল্পনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ছবিটি দেখে তৎকালীন ''প্রবাসী'' (ভাদ্র, ১৩১৩) পত্রিকায় লিখেছিলেন এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয় চিত্র পটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি জিনিস আকার- প্রকারও ভারতীয়।

ছবিটিতে দেবী চতুর্ভুজা। চার হাতে আছে- বেদ ধানের শীষ, জপের মালা এবং শ্বেত বস্ত্র। এগুলি মূলত ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতীক ন বহন করছে। যে গুলির মাধ্যমে আবনীন্দ্রনাথ সে যুগের (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ)। দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশীয়ানা এবং জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে ন তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিকে চিত্রটির নাম ছিল ''বঙ্গমাতা''। পরে। ভাগিনী নিবেদিতা এর নামকরণ করেন- ''ভারতমাতা''। চিত্রটির মধ্যে দিয়ে শান্ত, ক্র অভয় এবং সমৃদ্ধি প্রদানকারী মাতৃদেবীর রূপকে কল্পনা করা হয়েছে। চিত্রটি একাধারে মানবী ও দেবী হিসেবে কল্পিত ক. হয়েছে। সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে মিছিলের সামনে চিত্রটি আন্দোলনকারীদের হাতে থাকত।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি । এদেশে যেমন বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। তেমনি লন্ডন, প্যারিস ও টোকিওতে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের অনেক ছবি। ফলে তাঁর খ্যাতি কেবল ভারতে নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের বহু ছবি প্র বিদেশি শিল্প রসিকেরা কিনে নেওয়ায় - সেগুলি বিদেশে চলে গেছে। এছাড়া ও অবনীন্দ্রনাথ ছবি শেষ করে উপহার। দিয়েছেন শিল্পরসিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রিয়জনদের। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বেশ ও কিছু ছবি রয়েছে ''ভারতীয় মিউজিয়াম'', ''ন্যাশনাল গ্যালারী (দিল্লী), কলাভবন (শান্তিনিকেতন), এবং দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। তিনি যে সব অতুলনীয় চিত্রকলা সৃষ্টি করেছিলেন তা শুধু সে যুগের নয়, আজও শিয়া রসিকদের মুগ্ধ করে। ভাবের অসাধারণ অভিব্যক্তিতে, কোমল রঙের ব্যবহারে, সূক্ষ্ম রেখার রেখার ডানে টানে তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি চোখ ও মনকে অভিভূত করে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় তিনি ছবি এঁকেছিলেন। ষাট বছরের কাছাকাছি এসে ছবি আঁকা প্রায় ছেড়ে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেই বলতেন- ''আর মন ভরে না।'' ছবি আঁকার পরিবর্তে মেতে উঠলেন কাঠের টুকরো, গাছের শিকড়, ভাঙ্গা ডাল পালা, নারকেলের মালা, আমড়ার মাটির মতো তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে। আবার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ কেবল ছবি আঁকায় বা কুটুম-আটাম নির্মাণে মগ্ন থাকেননি, শিল্পতত্ত্ব নিয়ে তাঁর সুগভীর অধ্যায়ন, মৌলিক ভাবনা আমাদের মনে আজও বিস্ময় জাগায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পতত্ব বিষয়ক যে বক্তৃতামালা তিনি দিয়েছিলেন, তা শিল্পচর্চার ইতিহাসে পরম সম্পদ। সেই বক্তৃতামালারই গ্রন্থিত রূপ ''বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবদী''। একসময় অবনীন্দ্রনাথ হঠাৎই হাতে তুলে নেন কলম। ''রবিকা''ই (রবীন্দ্রনাথ) তাঁকে এনেছিলেন শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে বাড়ির ছোটদের গল্প বলেন, অবন যেন সেভাবেই লেখে। রবিকা'র এই প্রত্যাশা অবনীন্দ্রনাথ পূর্ণ করেছিলেন যথার্থভাবেই। কা কালিদাসের নাটক থেকে নির‌্যাসি নিয়ে লিখে ফেলেছিলেন, ''শকুন্তলা''। সেই শুরু। আর পিছনে ফিরে তাকাননি। শিশুসাহত্যে পেলেন অভাবনীয় অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কয়েকটি শিশু সাহিত্য-''ক্ষীরের পুতুল'' (১৮৯৫), ''রাজ কাহিনী'' (১৯০৯), ''''ভূত পতরীর দেশ (১৯১৫), ''বাংলার ব্রতকথা (১৯১৯)'', ''খাজাঞ্চির খাতা'' (১৯২১)''প্রিয়দর্শিকা (১৯২১) ''চিত্রাক্ষর'' (১৯২৯), ''বসন্তের হিমালয়''। ''জোড়াসাঁকোর ধারে'' (১৯৪৪), ''মাসি'' (১৯৫৪), ''রংবেরং''(১৯৫৮), বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯২১) কালজয়ী সাহিত্য। প্রভৃতি লেখার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ''বানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক'' হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে মোট ২৯টি বক্তৃতা দেন। যেগুলি পরে ''বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী'' নামে পরিচিতি পায়। অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া বক্তৃতাগুলি তৎকালীন ''বঙ্গবানী'' ও ''প্রবাসী'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

''বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী'' সম্পর্কে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু বলেছিলেন- 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা রূপকলার আলেচনার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গ্রন্থ এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষ সাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বন্ধ সাহিত্যে এটি একটি অমূল্য সম্পদ।' পাণ্ডিত্যে ও মৌলিকতার পরিচয় পেয়ে ১৯২১ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ''ডি. লিট'' দিয়ে সম্মানিত করেন। ৬০ বছরের কাছাকাছি এসে ছবি আঁকা প্রায় ছেড়েই দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। নিজেই বলতেন আর মন ভরে না। তার পরিবর্তে কাঠের টুকড়ো, গাছের শিকড়, ভাঙ্গা ডালপালা, নারকেলের মালা, আমড়ার আটির মতো তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে তৈরি করতেন নানা সামগ্রী।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট সবকিছু কেমন যেন বদলে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের। সেদিন তাঁর ৭১ তম জন্মদিন। অথচ বদলে গিয়েছিল জন্মদিনের তাৎপর্যটাই। এমন বিয়োগান্ত জন্মদিন আগে কখনো আসেনি তাঁর। কিছুক্ষণ আগেই রবিকাকা পাড়ি দিয়েছেন চিরঘুমের দেশে। অবনীন্দ্রনাথ সে সময়ে দক্ষিণের বারন্দায় বসে আপন মনে এঁকে চলেছেন রবিকাকার অন্তিম যাত্রার ছবি। ছবিটি পরে ''প্রবাসী'' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর এবার ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে বরাহনগরের পরিবার''গুপ্ত নিবাসে ওঠেন। জীবনের অন্তিম কটা দিন কেটেছিল সেখানেই। ১৯৫১ সালের ৫ ডিসেম্বর না ফেরার দেশে চলে যান ''শিল্পগুরু'' অবনীন্দ্রনাথ।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা এলসি গেটগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন

মালিগাঁও, ২৪ নভেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার জোনের মধ্যে রেল ও পথ ব্যবহারকারীদের জন্য সুরক্ষা ও পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনের মোট ১৭টির মধ্যে ০৯টি লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেটে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন করা হয়েছে। এই আধুনিক উদ্যোগ অবশিষ্ট গেটগুলির ক্ষেত্রেও ২০২৪-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। এই প্রকল্পের (০৯টি এলসি গেটের রাবারাইজড সারফেসিং) মোট ব্যয় ৮১ লক্ষ টাকা, প্রত্যেক এলসি গেটের জন্য ৯ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধির উন্নতির দিকে এই উদ্যোগটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

পেভার ব্লক ফিক্সিং করার পুরোনো পদ্ধতির তুলনায় রাবারাইজড সারফেসিং একাধিক সুবিধা প্রদান করে। এর স্থাপন প্রক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর, প্যানেল স্থাপনের জন্য মাত্র দুই ঘণ্টা ব্লক এবং স্থাপনের পর দুই থেকে তিন ঘণ্টার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটারের সংক্ষিপ্ত গতিবেগ সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এটি ট্র্যাক এবং উভয় পাশে এক মিটারের মধ্যে মসৃণ রোড সারফেস নিশ্চিত করে, পথ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নত রাইডং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে।

চেক রেলের অপসারণের দ্বারা লেভেল ক্রসিঙের সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চেক রেলের ভাঙ্গনের মতো ঝুঁকি এবং ঘন ঘন গ্যাপ অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এছাড়াও, বালু ও পেভার ব্লকেরে অনুপস্থিতির জন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হয়েছে এবং কেক ব্যালাস্ট গঠন প্রতিরোধ করেছে। এটি ইলাস্টিক রেল ক্লিপস (ইআরসি), জিআর প্যাড এবং লাইনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক উপকরণগুলির পরিষেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। যেহেতু রাবারাইজড সারফেসিঙের ফলে মেশিন টেম্পিঙের মতো কাজ করার সময় ট্র্যাক খুব সহজে খুলে যায়, তাই এর রক্ষাণাবেক্ষণের কাজও খুব সাধারণ।

লেভেল ক্রসিংগুলিতে নিরাপদ ও মসৃণ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রচেষ্টা, এই উদ্যোগটি তারই একটি প্রমাণ। নয়টি গেট ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট আটটি গেটে এই ব্যবস্থা করা হলে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনে সুরক্ষা ও পরিচালনমূলক দক্ষতা আরও মজবুত হয়ে উঠবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার যাত্রী ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং বাধাহীন অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সর্বদা উদ্ভাবনী সমাধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আসছে।

বিয়েতে অমত পাত্রীপক্ষের, জোর করে পাত্রীকে তুলে নিয়ে যেতে এসে গ্রেফতার পাত্র-সহ তিনজন

কুলতলি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পছন্দের পাত্রীকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেফতার পাত্র। পাত্রকে এই ঘটনায় সঙ্গ দিতে এসে গ্রেফতার আরও দুই সহযোগী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

পাত্রী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মাস দুয়েক আগে মায়ের সাথে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল সে। সেখানে তাকে দেখে পছন্দ হয় এক মহিলার।

তিনি পাত্রীর মাকে তাঁর ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন ও তাঁদের বাড়িতে কথা বলতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। মায়ের কথামতো মেয়েটি তার মোবাইল থেকে ছেলেটির মোবাইলে তার ছবি পাঠায়। এরপর মেয়েটির বাড়ির লোকজন পাত্র দেখতে গেলে তাকে পছন্দ হয়নি। বিয়ের প্রস্তাব তারা নাকচ করে দেন।

অভিযোগ এরপর থেকে মেয়েটিকে উত্যক্ত করতে থাকে অভিযুক্ত যুবক। মেয়েটিকে একাধিকবার প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নিজেও তার বাড়ির সামনে আত্মহত্যার হুমকি দেন ওই যুবক। এরইমধ্যে শনিবার রাতে কয়েকজনকে নিয়ে মেয়েটির বাড়িতে চড়াও হয় সে। তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীদের সাহায্যে তা কোনওরকমে আটকে পুলিশে খবর দেন পাত্রীর বাড়ির সদস্যরা। খবর পেয়ে কুলতুলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অভিযুক্ত যুবক ও তার দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান এখন অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান এখন অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যাচ্ছে। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে, আমরা "এক পেড় মা কে নাম" অভিযান শুরু করেছি। সমগ্র দেশের মানুষ ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে এই অভিযানে অংশ নেয়। এখন এই উদ্যোগ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যাচ্ছে। আমার সাম্প্রতিক গায়ানা সফরের সময়, রাষ্ট্রপতি ডঃ ইরফান আলী, তাঁর শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা "এক পেড় মা নাম" অভিযানে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।'সাম্প্রতিক গায়ানা সফর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ভারত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গায়ানায় একটি "মিনি ইন্ডিয়া"ও রয়েছে। প্রায় ১৮০ বছর আগে, ভারত থেকে লোকজনকে গায়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্ষেতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য। এখন গায়ানার ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে গায়ানার নেতৃত্ব দিচ্ছে। গায়ানার প্রেসিডেন্ট ডঃ ইরফান আলীও ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত।'

চড়ুই পাখি জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): চড়ুই পাখির বিলুপ্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'চড়ুই আমাদের চারপাশের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এখন শহরগুলিতে চড়ুই খুব কমই দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের কারণে চড়ুই আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিশুই চড়ুইকে শুধু ছবি অথবা ভিডিওতে দেখেছে।' চড়ুই একাধারে পরিবেশবান্ধব অন্যদিকে কৃষকবান্ধব পাখি। এরা খেতের পোকামাকড় এবং আগাছার দানা খেয়ে ফসলের উপকার করে। এহেন উপকারি পাখিটি নানাভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে চড়ুই সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মার্চ দিনটি 'বিশ্ব চড়ুই দিবস' হিসেবে পালিত হয়। চড়ুইয়ের সংরক্ষণের জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মার্চ বিশ্ব চড়ুই দিবস হিসেবে পালিত হয়।চড়ুই পাখির বিলুপ্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'শিশুদের জীবনে এই সুন্দর পাখিটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু অনন্য প্রচেষ্টা চলছে। চেন্নাইয়ের কুদুগাল ট্রাস্ট চড়ুইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর প্রচারে স্কুলের শিশুদের সম্পৃক্ত করেছে। ইনস্টিটিউটের লোকজন স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের বলেন, চড়ুই দৈনন্দিন জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠান শিশুদের চড়ুইয়ের বাসা তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। এ জন্য ইনস্টিটিউটের লোকজন ছোট ছোট কাঠের ঘর তৈরি করতে শিখিয়েছেন শিশুদের। এতে চড়ুইদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

আইএনএস সাবিত্রী জাহাজ কলকাতায়, খিদিরপুর ডকে দেখার সুযোগ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় নৌবাহিনীর টহলদারি জাহাজ আই এন এস সাবিত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। বিশাখাপত্তনম বন্দর থেকে এই মুহূর্তে কলকাতায় এসেছে। খিদিরপুরের ডকে তা সাধারণ মানুষের দেখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সকাল ন'টা থেকে রবিবার ছুটির দিনে দুপুর দু''টো পর্যন্ত দেখা যাবে। সোমবার পুরো দিন এবং মঙ্গলবার বিকেল চারটে পর্যন্ত তা দেখার সুযোগ রয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই সুসজ্জিত ওই জাহাজ ঘুরে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সচিত্র পরিচয় পত্র দরকার। দর্শনার্থীদের জন্য আধার কার্ড সঙ্গে রাখতেই হবে। ভারতীয় নৌবাহিনীর তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। খিদিরপুরের ডকে গেট নম্বর তিন দিয়েই ঢোকার পথ। সাধারণ মানুষ সকাল থেকেই সেখানে হাজির। সপরিবারে ঘুরে দেখার সুযোগ রয়েছে। সব বয়সের মানুষের ভিড় রয়েছে। বিদেশী সুগন্ধি থেকে নোঙরের আদলে তৈরি রকমারি ও বাহারি রঙের চাবি রিং, ফ্রিজে লাগানো সাবিত্রী নামাঙ্কিত চুম্বক ইত্যাদি নির্ধারিত দামে কেনা যাবে। নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত নৌবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দেখা ও ছবি তোলার সুযোগ মিলছে। টেবিল কাউন্টারে সেখানে উপহার সামগ্রী কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে - তা মনে করিয়েছেন কম্যান্ডার অজয় যাদব। তবে কোনওভাবেই জাহাজের ভেতরে ঘুরে দেখার অনুমতি নেই দর্শনার্থীদের।

বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে বিরাট কোহলির দু হাজার রান

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্ট চলাকালীন ২০০০ টেস্ট রান করা পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হয়েছেন বিরাট কোহলি।

টেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড় এবং চেতেশ্বর পূজারার সাথে যোগ দিয়ে বিরাট ৪৪ তম ইনিংসে এই মাইলফলক অর্জন করেন।

বিরাট এই কৃতিত্বের পথে আটটি শতক এবং পাঁচটি অর্ধশতক করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার সর্বোচ্চ স্কোর হল ১৮৬ যা তিনি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আহমেদাবাদে করেছিলেন।

বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ২০০০-এর বেশি রান করা ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা:*শচীন টেন্ডুলকার - ৩২৬২*ভিভিএস লক্ষ্মণ - ২৪৩৪**রাহুল দ্রাবিড় - ২১৪৩**চেতেশ্বর পূজারা - ২০৩৩** বিরাট কোহলি - ২০০০*

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: টানা ব্যর্থতার পর জয়ে ফিরল আর্সেনাল

লন্ডন, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচে হারার পর জয়ের স্বাদ পেল আর্সেনাল। দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে হারাল নটিংহ্যাম ফরেস্টকে।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে শনিবার রাতের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল আর্সেনাল।

পঞ্চদশ মিনিটে সাকা এগিয়ে দেন আর্সেনালকে। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগোরের পাস বক্সে বল পেয়ে জোরাল শটে গোলটি করেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড।দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে টমাস পার্টি, সাকার পাস থেকে বল পেয়ে ভাসানো শটে দ্বিতীয় গোলটি করেন।৮৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন ইথান ওয়ানেরি।মিডফিল্ডার রাহিম স্টার্লিংয়ের পাস ধরে লক্ষ্যভেদ করেন ১৭ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।

১২ ম্যাচে ছয় জয় ও চার ড্রয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে আর্সেনাল।১৯ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে নটিংহ্যাম।১১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর, বিশেষ প্রয়াসের কথা জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে বিশেষ প্রয়াসের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'আগামী বছর স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী। এবার দিনটি একটু বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ১১ এবং ১২ জানুয়ারি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে তরুণদের আলাপ-আলোচনার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর উদ্যোগের নাম "বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ"। সমস্ত রাজ্য, জেলা ও গ্রাম থেকে প্রায় ২০০০ তরুণ অংশ নেবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আপনাদের মনে থাকবে লালকেল্লা থেকে এমন তরুণদের রাজনীতিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম আমি। যাদের পরিবারে কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র পরিবারের কারও রাজনৈতিক ব্রাকগ্রাউন্ড নেই। এমন এক লক্ষ তরুণদের, নবীন যুবদের রাজনীতিতে যুক্ত করার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের অভিযান চলবে। বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ এমনই এক প্রয়াস।

সম্ভলের জনতার কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান মায়াবতীর, দুষলেন যোগী সরকারকেও

লখনউ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): শাহি জামা মসজিদের সমীক্ষা ঘিরে উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি সম্ভলের জনতার কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।মায়াবতী রবিবার বলেছেন, 'আমি উত্তর প্রদেশে সরকারকে বলতে চাই, গতকাল রাজ্যে উপনির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পরে, পুরো মোরাদাবাদ বিভাগে, বিশেষ করে সম্ভল জেলায় অনেক উত্তেজনা ছিল। এমতাবস্থায় সম্ভলের মসজিদ-মন্দির বিবাদ নিয়ে সমীক্ষার কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না সরকার ও প্রশাসনের।রবিবার সমীক্ষা চলাকালীন যেই হাঙ্গামা ও হিংসা ঘটেছে, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী উত্তর প্রদেশ সরকার ও প্রশাসন। এটা নিন্দনীয়।'

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, থমথমে পরিস্থিতি

মুর্শিদাবাদ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): এলাকার দখলকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে উত্তেজনা ছড়ালো মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোররাত পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনে সেকেন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বোমাবাজিতে আতঙ্ক ছড়াল। বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গন্ডগোলে যুক্ত থাকার অভিযোগে এখনও পর্য্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ পান স্থানীয়েরা। জানা যাচ্ছে, দুই পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে গন্ডগোল থেকে ওই অশান্তির সূত্রপাত। সূত্রের খবর, সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ডলি খাতুনের স্বামী আব্দুর রহমান শনিবার জঙ্গিপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তৃণমূল নেতা আব্দুর রহমান এবং দলের আর এক পঞ্চায়েত সদস্য রাফিনা বিবির স্বামী শুকু শেখের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কোনও একটি বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয় তাঁদের। বচসার পরই শুরু হয় সংঘর্ষ।

এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে এনসিসি-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। রবিবার এনসিসি দিবস। এই উপলক্ষ্যে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ এনসিসি দিবস। এনসিসি-র নাম শুনলেই মনে পড়ে যায় আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলি। আমি নিজে একজন এনসিসি ক্যাডেট ছিলাম, তাই আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এনসিসি থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা আমার জন্য অমূল্য।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের চারপাশে দেখেছেন, যখনই কোথাও কোনও দুর্য্যোগ হয়, বন্যা হোক, ভূমিকম্প হোক অথবা কোনো দুর্ঘটনা, এনসিসি ক্যাডেটরা সেখানে সাহায্যের জন্য অবশ্যই উপস্থিত থাকে।'

২৫ নভেম্বর শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, চলবে ২০ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার, ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এর মধ্যে ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫-তম বর্ষ উদ্‌যাপন করতে ২৬ নভেম্বর পুরনো সংসদ ভবন বা সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে সংবিধান দিবস পালন হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এবারের শীতকালীন অধিবেশনে, বিরোধীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে চিনের সেনার সঙ্গে লাদাখ সীমান্তে কী রফা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে কানাডার অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এছাড়া আদানি ঘুষ কাণ্ডেও কেন্দ্রকে চাপে রাখতে পারে বিরোধীরা।

নন্দীগ্রামে মন-কি-বাত শুনলেন শুভেন্দু, বালুরঘাটে সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্ব শুনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনেন। আর বালুরঘাটে মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।নন্দীগ্রামের নন্দনায়কবাড় ৭৯ নম্বর বুথে বিজেপির কার্যকর্তা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" শুনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" শুনলেন ও 'সদস্যতা অভিযান ২০২৪'-এ অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

রবিবার অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র ও খাদ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খাঁটি কেশর রান্নার স্বাদ এবং গন্ধ দুই-ই বদলে দেয়

বিরিয়ানি হোক বা মিষ্টি জাতীয় খাবার, এক চিমটে খাঁটি কেশর পদের স্বাদ এবং গন্ধ দুই-ই বদলে দেয়। আবার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফেরাতেও রূপচর্চার জন্য কেশর বা জাফরান বেছে নেন অনেকে। কারণ বা উপলক্ষ যা-ই হোক না কেন, বুঝে নেওয়া দরকার জিনিসটি খাঁটি কি না।

এমনিতেই কেশর বা জাফরান বেশ দামি। এটি হল ফুলের পুংকেশর। মশলা হিসাবে রাজকীয় খানায় এর ব্যবহার। একে দাম বেশি, তার উপর চট করে পাওয়া যায় না বলে, জাফরান বা কেশরের নাম করে ভেজাল মেশানো হয়।

সাধারণত দুধে ভিজিয়ে কেশর ব্যবহার করা হয়। উষ্ণ দুধে ফেললেই তা রং বদলায়। তবে জানেন কি, যে কেশরটি দুধে দেওয়া মাত্র গুলে গিয়ে গাঢ় হলদেটে রং তৈরি করে, সেটি খাঁটি না-ও হতে পারে।

কী ভাবে চিনে নেবেন?

১. কেশর কেনার সময় প্রথমেই একটু হাতে নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে দেখুন। যদি সঙ্গে সঙ্গে হলদে বা কমলা রং হয়ে যায়, বুঝতে হবে এটি খাঁটি নয়। আসল কেশরে কিন্তু চট করে হাত রঙিন হয়ে যাবে না।

২. ঠান্ডা জলে মিশিয়ে দেখুন। যদি কেশর উপরে ভাসতে থাকে এবং সময় নিয়ে একটু একটু করে রং ছড়ায় বুঝতে হবে, সেটি খাঁটি। ভেজাল কেশর চট করে জলে মিশে হলুদ বা কমলা রং তৈরি করবে।

৩. গন্ধেই কিন্তু আসল-নকলের ফারাক বোঝা যায়। মশলাটির গুরুত্ব তার গন্ধের জন্য। ভাল করে শুঁকে দেখুন, আসল কেশরের গন্ধ সব সময়েই আলাদা হবে। এতে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। ৪. জলে মেশানো কেশর খেয়ে দেখুন। এর স্বাদ এবং গন্ধদুইই বোঝা যাবে। খাঁটি কেশরের স্বাদ কখনও নকলে মিলবে না। ৫. খাঁটি কেশরের লম্বা লাল ডাঁটির মতো অংশগুলি গাঢ় লাল হয়। নকল কেশর রং করা হয়। ফলে , ভাল ভাবে দেখলে রঙের তফাত হতে বাধ্য।

দুধ, পনির না দই পুষ্টিগুণে এগিয়ে কোনটি

দুধ খাওয়া বেশি ভাল, না কি পনির বা দই? এই নিয়ে নানা রকম মতামত আছে। কেউ দুধ হজম করতে পারেন, আবার কারও দুধে অম্বল হয়, কিন্তু পনিরে নয়। আর দই হল প্রোবায়োটিক। খাদ্যতালিকায় টক দই রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সুতরাং পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে এবং কোনটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী, সে নিয়ে চর্চা চলেই। জেনে নেওয়া যাক, কোনটির কী গুণাগুণ।

দুধ হল সুষম খাদ্য। পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম আছে। এক কাপ দুধে ৮ শতাংশ ভিটামিন বি১২, ২ শতাংশ ভিটামিন এ, ১২

শতাংশ ক্যালশিয়াম, ৪ শতাংশ পটাশিয়াম, ১ শতাংশ সোডিয়াম ও ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। দুধ হজম করতে পারলে ভাল, সে ক্ষেত্রে প্রতি দিন খেলে উপকারই হবে। তবে দুধ কোন সময়ে খাচ্ছেন এবং কতটুকু, তা জানা জরুরি। যেমন অনেকেই দুধ সকালে খেয়ে ফেলেন, তার পরেও গলা-বুক জ্বালা শুরু হয়। যাঁদের অম্বলের ধাত, তাঁদের সকালে দুধ না খাওয়াই ভাল। বরং খেতে হবে রাতে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা দুধ বুঝেশুনে খাবেন। পনিরে প্রোটিন খুব বেশি মাত্রায় থাকে। পনির হজমশক্তি বাড়ায়। হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তবে পনির খুব বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললেই মুশকিল। সপ্তাহে এক বার খেলে ক্ষতি নেই।

ঘরে পাতা টক দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। পুষ্টিবিদের কথায়, ১০০ গ্রামের মতো দইতে ৮ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ১৫ শতাংশ সোডিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম, ২ শতাংশ পটাশিয়াম থাকে। দই কিন্তু রোজ না খেলেই ভাল। সপ্তাহে ৩ দিন দই খেলে তা উপকারে আসবে। মনে রাখতে হবে, রাতে টক দই একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়, খেতে হবে দু'টি মিলের মধ্যবর্তী সময়ে।

কারা কোনটি বুঝেশুনে খাবেন?

ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট হলে দুধ না খাওয়াই ভাল। হজমের সমস্যা, কিডনিতে স্টোন হলে অথবা ডায়াবিটিস থাকলে দুধ বুঝেশুনে খেতে হবে। অ্যালার্জি-জনিত রোগ, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে পনির বুঝেশুনে খেতে হবে। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁদের পনির না খাওয়াই ভাল। অথবা খেলে খুব কম পরিমাণে খেতে হবে।

ত্বকের অ্যালার্জি-জনিত রোগ, অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা থাকলে দই না খাওয়া বা কম খাওয়াই ভাল। আর্থাইটিসের ভুগছেন যাঁরা, তাঁরাও দই খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সর্দি-কাশির সমস্যা থাকলেও দই বুঝেশুনে খেতে হবে।

শীতে মোটা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে

গোটা শীতকাল জুড়ে উৎসবের ভিড়। বড়দিন থেকে বর্ষবরণ, জমকালো উৎসবে ভরে আছে মরসুম। আর উৎসবের মরসুম মানেই নিয়মহীন জীবনযাপন। ডায়েট আর শরীরচর্চা থেকে ছুটি। দেদার খাওয়াদাওয়া সঙ্গে নানা ধরনের পানীয়ে চুমুক দেওয়া তো আছেই। সব মিলিয়ে শীতে ওজন বশে রাখা বেশ সমস্যার। তার মানে এই নয় যে শীতে মুখরোচক খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে। এমন কিছু খাবার রয়েছে, ঘন ঘন মুখ চালাতে ভরসা রাখতে পারেন সেগুলির উপর।

আখরোট-শীতকালীন স্ন্যাকস হিসাবে আখরোটের জুড়ি মেলা ভার। আখরোটে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মতো উপাদান। যা শীতকালীন রোগের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। পেট দীর্ঘক্ষণ ভর্তি রাখতে সাহায্য করে আখরোট। তা ছাড়া, হার্টের খেয়াল রাখতেও আখরোট বেশ উপকারী।

মাখানা- শীতে মন এবং শরীরের একসঙ্গে যত্ন নিতে পারে মাখানা। মাখানায় রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান, ফলে প্রদাহজনিত সমস্ত সমস্যা দূর করতে মাখানার জুড়ি মেলা ভার। মাখানায় রয়েছে ভরপুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টও। পপকর্নের মতো মাখানাতেও গ্লুটেন নেই বললেই চলে। তাই ইচ্ছামতো খেলেও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পপকর্ন-ক্যালোরি একেবারেই নেই পপকর্নে। ফলে ইচ্ছামতো খেলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই। পপকর্নে ফাইবার রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। সবচেয়ে ভাল যেটা, তা হল পপকর্নে গ্লুটেন নেই বললেই চলে। ফলে ডায়েটেও অনায়াসে রাখা যায় এই খাবার। পপকর্ন ভিতর থেকেও চনমনে থাকতে সাহায্য করে।

চিনেবাদাম বেশি খাওয়া বিপজ্জনক কেন?

খিদে পেলে এমন কিছু খেতে হবে, যা শরীরের জন্য ভাল। কিন্তু রোজ পুষ্টিকর খাবার কিনে খেতে গেলে তো পকেটে টান পড়বে। তার চেয়ে বরং কয়েক মুঠো চিনেবাদাম খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কোনও কিছুই বেশি খাওয়া ভাল নয়। চিনেবাদাম এমনিতে পুষ্টিকর। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, নানা রকম খনিজ রয়েছে এই বাদামে।

প্রোটিনও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তা সত্ত্বেও বাদাম খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেই বিপদ ঘটতে পারে।

বেশি চিনেবাদাম খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) চিনেবাদামে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে, যা শরীরে জমা হয় ফাইটেট হিসাবে। কিন্তু খুব বেশি ফাইটেট শরীরে গেলে আবার তা আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের মতো কিছু জরুরি খনিজ শোষণে বাধা দেয়। দীর্ঘ দিন এ ভাবে চললে শরীরে জরুরি পুষ্টির অভাব হতে পারে।

২) চিনেবাদামে যে হেতু ক্যালোরির পরিমাণ বেশি, তাই চটজলদি শক্তি জোগান দেওয়ার জন্য এই খাবার ভাল। দামেও সস্তা। বেশি খেলে ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

৩) বাজার থেকে কেনা চিনেবাদামের বেশির ভাগ প্যাকেটেই বাদামের সঙ্গে ভাল মাত্রায় নুন মেশানো থাকে। রোজ এই নুন মেশানো বাদাম খেতে শুরু করলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও তৈরি হয়।

৪) অনেকের বাদাম খেলে ত্বকে অ্যালার্জি হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে, লাল হয়ে চুলকাতে শুরু করে। তাই বাদাম খাওয়ার আগে বুঝে নিতে হবে, আপনার তেমন কোনও সমস্যা আছে কি না।

কতটা বাদাম এক দিনে খাওয়া উচিত? সারা দিনে এক মুঠো বাদামই যথেষ্ট। পিনাট বাটার খেলেও দিনে দুই টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয়।

কোন কোন সবজি শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটায়

ওজন কমানো হোক কিংবা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা শরীর চাঙ্গা রাখতে প্রোটিনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে শরীর সব ধরনের জরুরি উপাদান পাচ্ছে কি না। সুস্থ থাকতে হলে শরীরে প্রোটিন চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হয়।

প্রোটিনের অভাব দেখা দিলেই নানা রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। কিন্তু এমন অবস্থায় পৌঁছনোর আগে সতর্ক হওয়া জরুরি। প্রোটিনের ঘাটতি যাতে বড় কোনও সমস্যা ডেকে আনতে না পারে, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। ১) শরীরে প্রোটিনের অভাব ঘটলেই ক্লান্তি ঘিরে ধরে। পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে, পরিমাণ মতো খেয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক বিষয় নয়। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রোটিনের অভাবেই হচ্ছে এমন। কোনও কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না, এমন ক্লান্তির নেপথ্যে থাকতে পারে প্রোটিনের অভাব।

২) প্রোটিনের একটা বড় গুণ হল দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখা। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রোটিন শরীরে না গেলে ঘন ঘন খাবার খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। বারে বারে খিদে পেলে বুঝতে হবে, শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাব রয়েছে।

৩) ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনের অভাব রক্তে শর্করার মাত্রায় স্ফীতি ঘটাতে পারে। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য ডাল, রাজমা, মাছ, ডিম, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার রোজকার খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

৪) শুধু শরীর সুস্থ রাখতেই নয়, সৌন্দর্য ধরে রাখতেও প্রোটিন প্রয়োজন। পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাবে ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। এমনকি চুল পড়ার সমস্যার পিছনেও থাকতে পারে প্রোটিনের অভাব।

৫) প্রোটিন ত্বকের যে কোনও ক্ষতস্থান দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। তবে অনেক দিন ধরে কোনও ক্ষত যদি না শুকায়, সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব রয়েছে।

পারফিউম অয়েল না স্প্রে, কোনটি ভালো

গন্ধের সঙ্গে মনের যোগ থাকেই। বিশ্রী গন্ধে যেমন বিরক্তি বোধ হয়, তেমন পছন্দের কোনও সৌরভে মন ভাল হয়ে ওঠে। কেউ গায়ের দুর্গন্ধ এড়াতে সুগন্ধি ব্যবহার করেন, কেউ আবার দিনভর নিজেকে সুবাসিত রাখতেই পছন্দ করেন। কারণ যা-ই হোক, সাজগোজের পর একটু সুগন্ধির ছোঁয়া যেন নিজেকে তরতাজা রাখতেও সাহায্য করে। কিন্তু পারফিউম স্প্রে ব্যবহার করবেন, না কি বেছে নেবেন পারফিউম অয়েল?

কী এই পারফিউম অয়েল?

এটি এক ধরনের সুগন্ধি তেল। যা প্রাকৃতিক উপাদান, যেমন ফুল, গাছ, ফল ইত্যাদি থেকে তৈরি করা হয়। এতে থাকে এসেনসিয়াল অয়েল এবং কেরিয়ার অয়েল মিশ্রণ। শুনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, বাজারচলতি গায়ে বা মাথায় মাখার সুগন্ধি তেলও কি তবে একই? কারণ, গায়ে মাখার জন্য রকমারি ব্র্যান্ডের তেলে সুন্দর গন্ধ মেলে। এমনকি, মাথাতেও সুগন্ধি তেল মাখার চল রয়েছে। উত্তর হল, না। এই সুগন্ধি তেল বা পারফিউম অয়েলের কাজই হল সুবাসিত করা। বলা চলে, এটি পারফিউমের অন্য একটি রকমফের।

তফাত কোথায়?

পারফিউম এবং পারফিউম অয়েল দু'টির কাজ একই। সুবাসিত করা। তবে দু'টির মধ্যে তফাত রয়েছে উপাদান, পরিমাপ এবং তৈরির পদ্ধতিতে। পারফিউমে মূলত সুগন্ধি তেল, অ্যালকোহল এবং জলের মিশ্রণ থাকে। অনেক সময় থাকে রাসায়নিকও। তবে মূল পার্থক্য হল পরিমাপে। এতে সুগন্ধি তেল সর্বোচ্চ ১৫-২০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়। তৈরির পদ্ধতিও আলাদা। অন্য দিকে, পারফিউম অয়েল তৈরি হয় মূলত এসেনশিয়াল অয়েল এবং কেরিয়ার অয়েল মিশিয়ে। এতে এসেনশিয়াল অয়েলের মাপ ২০-৩০ শতাংশের উপরে থাকে।

গন্ধে এবং স্থায়িত্বে পার্থক্য হয় কি?

পারফিউম সাধারণত পোশাকে স্প্রে করতে হয়। কেউ কেউ কব্জিতে বা ঘাড়ের পাশেও এটি স্প্রে করেন। এই ধরনের সুগন্ধিতে অ্যালকোহল থাকায় পোশাকে স্প্রে করার পর তা আশপাশের বাতাসে ক্রমশ মিশতে থাকে। ফলে কেউ এই ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করলে তা কাছাকাছি থাকা মানুষেরা টের পান। খুব ভাল মানের পারফিউমের গন্ধ গায়ে এবং পোশাকে মোটামুটি ৬-৮ ঘণ্টা থাকে। তবে তা নির্ভর করে সুগন্ধির গুণমান এবং কিছুটা ত্বকের উপরেও। সুগন্ধি তেলের বিষয়টি খানিক আলাদা। এতে এসেনশিয়াল বা প্রাকৃতিক তেলের মাত্রা বেশি থাকায়, এর ঘনত্বও বেশি হয়। ফলে ত্বকে ব্যবহার করলে, সেখানেই রয়ে যায়। উবে যেতে পারে না। এটি ছোট, মাঝারি রকমারি শিশিতে বিক্রি হয়। ব্যবহারের জন্য ড্রপার বা রোল-অন থাকে। শিশির মুখে থাকা ছোট্ট গোল অংশটি হাতের কব্জি বা কানের পাশে ঘষলে বেরিয়ে আসে পারফিউম অয়েল। এর ঘনত্ব বেশি থাকায়, পারফিউমের গন্ধের তুলনায় এর সুবাস দীর্ঘস্থায়ী হয়। আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সৌরভ ছড়ায় পারফিউম অয়েল।

দু'টির মধ্যে আরও একটি তফাত হল, পারফিউম স্প্রের গন্ধ খানিক দূর থেকে পাওয়া গেলেও, পারফিউম অয়েলের গন্ধ ব্যবহারকারীর একেবারে কাছে না এলে পাওয়া যায় না। কোনটি মাখবেন? স্পর্শকাতর ত্বক হলে অ্যালকোহল যুক্ত সুগন্ধি স্প্রে এড়িয়ে চলাই ভাল। তার উপর যদি তাতে রাসায়নিক মেশানো থাকে, তা ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। র‍্যাশ, জ্বালা, চুলকানির সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকের আবার বিশেষ কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকে। যে সুগন্ধি কিনছেন, তার উপাদান সম্পর্কে জেনে তবেই ব্যবহার করা ভাল। যদি চান সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, বেছে নিতে পারেন স্প্রে। তা ছাড়া এটি ব্যবহার করাও বেশ সুবিধাজনক। আবার দিনভর নিজে সুবাসিত থাকতে, ত্বকের কথা ভাবলে বেছে নিতে পারেন পারফিউম অয়েল।

দাঁত এবং মাড়ির ক্ষতি করে ৩ খাবার

সম্পর্কের মতো দাঁতেরও যত্ন নেওয়া জরুরি। না হলে সঙ্গীর মতো দাঁতও ছেড়ে চলে যেতে পারে। নিয়মিত দাঁত মাজছেন মানেই তা ভাল থাকবে, এমন নয়। অনেক সময় কিছু খাবার দাঁতের ক্ষয়ের কারণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি অজান্তেই দাঁতের ক্ষতি করে চলেছে। কম বয়সেই দাঁতের সমস্যায় নাজেহাল হতে না চাইলে কোন খাবারগুলি থেকে দূরে থাকা জরুরি?

চকোলেট- ক্যান্ডি, চকোলেট দাঁতের জন্য একেবারেই ভাল নয়, সে কথা জেনেও অনেকেই এগুলি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এই ধরনের খাবারে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড থাকে, যা দাঁতের এনামেলের ক্ষয় করে। তা ছাড়া চিবিয়ে খাওয়ার ফলে দীর্ঘ ক্ষণ সেগুলি দাঁতের সংস্পর্শে থাকে, যা দাঁতের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

ড্রাই ফ্রুটস- অ্যাপ্রিকট, কিশমিশ, খেজুর শরীর ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে দাঁত ভাল রাখতে নয়। কারণ, এই খাবারগুলিতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। চিনি দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যাওয়ার কারণ। এ ছাড়া দাঁতে ব্যথা, দাঁত পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

চা এবং কফি- ক্লান্তি দূর করতে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক দিলে শরীর হয়তো চাঙ্গা হয়। বারোটা বাজে দাঁতের। এমনিতে খুব গরম পানীয় খেলে দাঁতের ক্ষতি হয়। আর সেই পানীয় যদি হয় কফি, তা হলে মুশকিল আরও। তাই চা, কফি খাওয়ার পর যদি কুলকুচি করে নেওয়া যায়, তা হলে আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি-র ঘাটতির কারণে মুখে ঘা হয়

জিভের নীচে কিংবা গালে ঘা হলে খাওয়াদাওয়া করতে বা কথা বলার সময়ে প্রবল সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এ রকম সমস্যাই হল মুখে আলসারের লক্ষণ। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, হরমোনের সমস্যার কারণে মুখের ভিতরে আলসার হয়। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি-র ঘাটতির কারণেও এই রোগ হতে পারে। এক বার এই রোগের কবলে পড়লে এর থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল। এই তীব্র যন্ত্রণার হাত থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন?

এই সমস্যা দেখা দিলে ক''দিনের জন্য ঝাল, টক জাতীয় খাবার একেবারেই খাবেন না। যতটা সম্ভব হবে লঙ্কা, আদা রসুন ছাড়া খাবার খেতে হবে। না হলে মুখে জ্বালা অনুভূত হবে। মুখ সব সময়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। দিনে অন্তত তিন বার দাঁত মাজতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে।

কী করলে চটজলদি আরাম পাবেন?

১) মুখের ক্ষত অংশে কয়েক ফোঁটা মধু লাগাতে পারেন। মধুতে থাকা অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল উপাদান যে কোনও সংক্রমণ দূর করতে সক্ষম।

২) যেখানে আলসার হয়েছে, সেখানে বিশুদ্ধ নারকেল তেল লাগালেও আরাম পাবেন। শুধু রূপচর্চায় নয়, নারকেল তেল দেখাশোনা করে শরীরেরও।

৩) জলের সঙ্গে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এ বার সেই জল দিয়ে প্রতিদিন দু''বার করে কুলকুচি করুন।

৪) নুন জল দিয়ে কুলকুচি করলে দাঁত ভাল থাকে। মুখে আলসার কমাতেও একই টোটকা কাজে লাগাতে পারেন।

৫) বাজার থেকে কেনা অ্যালো ভেরা জেল নয়, অ্যালো ভেরা গাছের শাঁস টাটকা বার করে মুখে ঘায়ের স্থানে নিয়ম করে ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালো ভেরার অ্যান্টিইমফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল গুণ ঘা শুকোতে সাহায্য করে।

রবিবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের এক সভা আয়োজিত হয়।

রবিবার পরিষ্কার আকাশ, রাতে হালকা শীতের আমেজ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। নতুন করে তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। তবে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ দিনে ও রাতে কিছুটা ওঠানামা করছে। আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। ভোরে ও রাতে অনুভূত হচ্ছে শীত। আবার দিনের বেলায় ঠান্ডা উধাও। তবে গরম অনুভূত হচ্ছে না। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা কিছু জায়গায়। আবার বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ। এদিন আবহাওয়া থাকবে মনোরম। ভোরে ও রাতে হালকা শীতের আমেজ। তবে এদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।

বিগত কয়েকদিন ধরে রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসী। এমতাবস্থায় রবিবার সকালে জাতীয় রাজধানীতে বায়ুদূষণ মাত্রার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু জায়গার বাতাসকে "খুব খারাপ" পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

রবিবার সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল। ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, লোধি রোড-সহ একাধিক এলাকা ধোঁয়াশার পুরু চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। এদিন দিল্লির চাঁদনি চকে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৯, আনন্দ বিহারে ৪৭৩। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লিবাসীরা।

ভোটগণনা নিয়ে আমেরিকাকে কটাক্ষ, ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাস্ক

নিউইয়র্ক, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে ভারত একদিনে প্রায় ৬৪ কোটি ভোটের গণনা করেছে। আর আমেরিকা এখনও পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের ভোটগণনা করে উঠতে পারেনি। সেই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁচা দিতে ছাড়েননি ধনকুবের এলন মাস্ক। গত ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়েছে। তারপর থেকেই গণনা শুরু হলে একের পর এক প্রদেশে জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখনও পর্যন্ত ৩১২টি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন তিনি। কমলা হ্যারিসের ঝুলিতে গিয়েছে ২২৬টি ইলেক্টোরাল ভোট। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হলেও ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের ভোটগণনা এখনও চলছে। সেই কারণেই খোঁচা দিয়েছেন মাস্ক। ক্যালিফোর্নিয়ায় মোট ৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের বসবাস। তারপরেও এখনও ভোটের গণনা চলছে আমেরিকার এই প্রদেশে। আর ভারত মাত্র একদিনে প্রায় ৬৪ কোটি ভোটের গণনা করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতে এমনটাই বলতে চেয়েছেন মাস্ক। উল্লেখ্য, শনিবারই মহারাষ্ট্রে ও ঝাড়খণ্ডে ভোটগণনার পাশাপাশি দেশের ১৫টি রাজ্যে উপনির্বাচনের গণনাও হয়েছে। নজির সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশন।

ইভিএম হ্যাকের জন্যই মহারাষ্ট্রে পরাজয় আঘাড়ির : জি পরমেশ্বর

বেঙ্গালুরু, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির পরাজয়ের জন্য চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। রবিবার তিনি বলেছেন, ইভিএম হ্যাকের জন্যই মহারাষ্ট্রে পরাজয় আঘাড়ির। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, 'মনে হচ্ছে আমরা ইভিএম হ্যাকের কারণেই মহারাষ্ট্র হারিয়েছি, এটি আমাদের নেতাদের মতামত। আমরা নির্বাচনের জন্য একটি সঠিক কৌশল তৈরি করতেও ব্যর্থ হয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম, মহারাষ্ট্রে এমভিএ ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু, সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল।'

কান্দিতে বাইকে ধাক্কা ডাম্পারের, মর্মান্তিক মৃত্যু দুই ভাইয়ের

মুর্শিদাবাদ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। শনিবার রাতে একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে তাঁদের বাইকটিতে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দু'জনেরই। মুর্শিদাবাদের কান্দির হাটপাড়া এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের নাম আকসারউদ্দিন শেখ (২৯) এবং চাঁদ মহম্মদ শেখ (২৮)।পরিবার সূত্রের খবর, শনিবার রাতে বাড়ির সকলের জন্য বিরিয়ানি কিনতে গিয়েছিল দুই ভাই। এক জন বাইক চালাচ্ছিল। অন্য জন পিছনে বসেছিল। বিরিয়ানি কিনে ফেরার পথে একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে তাঁদের বাইকটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আকসারউদ্দিন এবং চাঁদ মহম্মদের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তারা ডাম্পার এবং বাইকটিকে আটক করেছে। তবে ডাম্পারের চালক পলাতক।

কানপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন, হতাহতের খবর নেই

কানপুর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার কানপুরে বররা বাইপাসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজি চালিত বাসে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। বাসটি যাত্রী বোঝাই ছিল। আগুন লাগতেই যাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। চালক ও যাত্রীরা কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন।

জানা গেছে, খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে কোনও প্রাণহানি হয়নি বলেই জানা গেছে। কী কারণে এই সিএনজি চালিত বাসে আগুন লাগলো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: সিটির জালে টটেনহ্যামের ৪ গোল

ইতিহাদ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): লিগ চ্যাম্পিয়ন সিটিকে তাদেরই ঘরের মাঠে বিধ্বস্ত করল টটেনহ্যাম হটস্পার।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তাদের ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করল টটেনহ্যাম।

ম্যাডিসনের জোড়া গোলের পর সিটির জালে তৃতীয় গোলটি করেন পেদ্রো পোরো। আর শেষ সময়ে সিটিকে শেষ গোলটি দেন ব্রেনান জনসন।

এই পরাজয়ে ঘরের মাঠে সিটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৫২ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রাও (৪৩ জয় ও ৯ ড্র) শেষ হলো। এর আগে নিজেদের মাঠে তারা হেরেছিল ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে, ২০২২ সালে ১২ নভেম্বর।

হুগলির বলাগড়ে নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার, আটক মৃতের ঠাকুরদা-সহ তিন

হুগলি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): হুগলি জেলার বলাগড়ে বাড়ি থেকে উদ্ধার হল "নিখোঁজ" হয়ে যাওয়া শিশুর দেহ। রবিবার ভোরে বাড়ির শৌচালয় থেকেই শিশুটির দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বলাগড় থানার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া বাধাগাছি এলাকার ঘটনা। শিশুটির মৃত্যু কীভাবে হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মৃত শিশুর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা এবং জেঠিমাকে আটক করেছে পুলিশ। মৃত শিশুর নাম - স্বর্ণাভ সাহা (৪)। তাঁর বাবা যাদব সাহা পেশায় গাড়িচালক। শনিবার সকাল থেকেই স্বর্ণাভকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আর রবিবার শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার ভোরে ঠাকুরদা শম্ভু সাহার শৌচালয় থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শিশুকে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার মারাদোনার মারাদোনার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): চার বছর আগে ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন মারাদোনা। সোমবার দিয়াগো আরমানদো মারাদোনার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। সুপারস্টার মারাদোনার নৈপুণ্যে আর্জেন্টিনাকে এনে দেন বিশ্বকাপ ট্রফি-সহ অগণিত সাফল্য।

১৯৮৪ সালের ২৪ বছর বয়সের দুর্বার কেরিয়ারে দিয়াগো আরমানদো মারাদোনা যোগ দেন দক্ষিণ ইতালির সাদামাটা দল নাপোলিতে। ক্লাব ফুটবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র মারাদোনা, তাঁর একক নৈপুণ্যে অখ্যাত নাপোলি ঘরে তোলেন ইউরোপ দ্বিতীয় সেরা ট্রফি ইউরোপা লিগ এবং সেই সঙ্গে দুই দুবার হাত উঁচিয়ে ধরেন ইতালীয় সিরি আ ট্রফিও। তাঁরই কল্যাণে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে নাপোলি ক্লাবের নাম।

নাপোলি তাকে চিরদিন মনে রাখার জন্য তার গায়ে জড়ানো ১০ নম্বর জার্সি কাউকে কখনও দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর নাপোলির" সাম পাওলো" স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "দিয়াগো আরমানদো মারাদোনা স্টেডিয়াম"।

আমরা হতাশ নই, লড়াই করতে জানি; ভোটে ভরাডুবির পর বার্তা রাউতের

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় হলেও, তাঁরা যে হতাশ নন, তা জানিয়ে দিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার সঞ্জয় রাউত জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা হতাশ নই, লড়াই করতে জানি। এদিন সকালে মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আমরা হতাশ নই, আমরা লড়াই করতে জানি। আমরা বালাসাহেব ঠাকরের শিব সৈনিক। বালাসাহেব ঠাকরেও নিজের জীবনে পরাজয়-জয় দেখেছেন। মহারাষ্ট্রের মানুষ দুঃখী, তাঁরা খুশি নয়, উদযাপন কোথায়? বিজেপি অফিসে অথবা একনাথ শিন্ডের বাসভবনে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কিন্তু যে ফলাফল এসেছে, লোকজন এখনও অবাক হচ্ছেন কীভাবে তা হল।'

উল্টোডাঙায় রেললাইনের পাশের বস্তিতে আগুন, সাহায্যের আশ্বাস সুজিতের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রবিবাসরীয় ভোরে ভয়াবহ আগুন লাগল উল্টোডাঙায় রেললাইনের পাশের বস্তিতে। রবিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বস্তিতে আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পর পর বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন। আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সুজিত বলেন, "যাঁরা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক এবং পুরপ্রতিনিধি তাঁদের সহযোগিতা করবেন।' দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আচমকা এই আগুনে শীতের মধ্যেই গৃহহীন হয়ে পড়লেন অনেকেই।

সর্বদলীয় বৈঠক করতে সংসদে হাজির সরকার ও বিরোধী পক্ষের সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে রবিবার কেন্দ্রীয় সরকার এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এদিন সকাল সকাল পৌঁছে যান বৈঠকে। উপস্থিত হন বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, এমডিএমকে-র সংসদ ভাইকো, কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ প্রমুখ।

লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার জন্য এই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে বিষাক্ত সাদা ফেনা ভেসে বেড়াতে দেখা গেল রবিবারও

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। রবিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও-য় দেখা গেল এমনই দৃশ্য।

জিরিবামে জঙ্গিদের হাতে নিহত ছয়ের মধ্যে প্রকাশিত তিনজনের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বীভৎসতার তথ্য

ইমফল, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : মণিপুরের জিরিবামে জঙ্গিদের হাতে নিহত তিন মহিলা ও তিন শিশু সহ ছয়জনের মধ্যে তিনজনের বীভৎস তথ্য সংবলিত ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। যে তিন জনের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে এসেছে তাতে দেখা গেছে, দুই মহিলা এবং এক শিশুকে নৃশংসভাবে মারা হয়েছে। তাদের শরীরে কেবল বুলেট নয়, ছুরিকাঘাত, মাথা ও বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের প্রমাণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আড়াই (২.৫) বছরের লাইশ্রাম চিংখেইঙ্গানবা সিঙের মুখে একটি গুলি, বুকে ও হাতে ছুরিকাঘাত এবং বাম হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হত্যার আগে তার মুখে, মাথার খুলি এবং বুকের ভেতরের দেয়ালে একাধিক ব্লান্ট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। নাবালকের ডান চোখ ছিল না।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ৩৫ বছর বয়সি মহিলা লাইশ্রাম হেইতোম্বি দেবীর বুকে তিনবার গুলি করা হয়েছিল। চতুর্থ গুলি তাঁর নিতম্বে বিদ্ধ হয়েছে। বুলেটে তাঁর হৃদপিণ্ড, ফুসফুস এবং পাঁজর ভেদ করে গিয়েছিল।

তৃতীয় জন ৬৮ বছর বয়সি ইউরেম্বাম রানি দেবীর শরীরে পাঁচটি বুলেটের ক্ষত পাওয়া গেছে। একটি মাথার খুলিতে, দুটি বুকে, একটি পেটে এবং একটি বাহুতে।হেইতোম্বি দেবীর আট মাস বয়সি শিশুসন্তান লাইশরাম লামনগানবা সিং, তার বোন তেলেম খোইবি দেবী (৩১) এবং বোনের (খোইবি দেবী) মেয়ে তেলেম থাজামানবি দেবী (৮)-র ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জিরিবাম জেলার অন্তর্গত বড়বেকরা থানা এবং সিআরপিএফ পোস্ট সংলগ্ন জাকুরাধর করোং-এ গত ১১ নভেম্বর বিকালে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের বন্দুকযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। বন্দুকযুদ্ধে দশ সশস্ত্র জঙ্গি ধরাশায়ী হয়।

সেদিন থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন তিন মহিলা, তিন শিশু সহ মোট আটজন সাধারণ নাগরিক। ঘটনার পরেরদিন সকালে জিরিবাম জেলার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সংগঠিত সংঘর্ষস্থলের পাশে একটি ঝোঁপ থেকে উদ্ধার হয়েছিল লাইশ্রাম বলেন এবং মাইবাম কেশোরের মৃতদেহ। পরবর্তীতে ১৫ নভেম্বর রাতে অসম-মণিপুর আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী জিরিমুখে উজান বরাক নদীতে উদ্ধার হয়েছে মণিপুরে কুকি জঙ্গিদের হাতে অপহৃত তিন শিশু ও তিন মহিলা সহ মোট ছয়টি মৃতদেহ। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজনের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে মেয়রের শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আইনজীবী তথা রাজনৈতিক নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের প্রয়াণবার্ষিকী রবিবার। স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রবিবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে চিত্তরঞ্জন দাশ মেমোরিয়ালে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও অবদান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। অধুনা পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি অন্তর্গত চন্ডীভেটিতে জন্ম। একদা অবিভক্ত মেদিনীপুরের অবিংসবাদী নেতা ও মুকুটহীন রাজা ছিলেন তিনি। দেশের প্রতি ভালবাসা ও স্বাধীনতার জন্য তাঁর সুদীর্ঘ লড়াই রয়েছে। কাঁথিতে তাঁর নামে একটি ব্লক পর্যন্ত রয়েছে - দেশপ্রাণ ব্লক।

ঘাটালে সাংসদ দেবের সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, রক্তাক্ত কয়েকজন

ঘাটাল, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল এবার রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হলো। রবিবার বিকেলে ঘাটাল অরবিন্দ স্টেডিয়ামে ঘাটাল শিশুমেলা নিয়ে একটি মিটিংয়ে এই সংঘর্ষ ঘটে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। তবে বৈঠকের মাঝেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে রক্তাক্ত হন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সাংসদ দেব বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঘাটাল শিশুমেলাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। রবিবার আয়োজিত এই মিটিংয়ে সাংসদ দেবের আগমনের আগে থেকেই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয় তার অনুগামীরা। অন্যদিকে, ঘাটালের প্রাক্তন বিধায়কের অনুগামীরাও সেখানে পৌঁছায়। দেব মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার পরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা দ্রুত হাতাহাতি এবং রক্তারক্তির দিকে মোড় নেয়।

রবিবার থেকে তিনদিনের ইতালি সফরে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার থেকে তিন দিনের ইতালি সফর করবেন। জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের অঙ্গ হিসেবে এক আউটরিচ সেশনে যোগ দিতে এস জয়শঙ্করের ইতালির ফিউগি সফর।

উল্লেখ্য, এই বৈঠকে ভারত অতিথি দেশ হিসেবে যোগ দিচ্ছে। বৈঠকের ফাঁকে বিভিন্ন দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। সফর চলাকালীন তিনি রোমে দশম ভূমধ্যসাগরীয় আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন। ইতালির বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল স্টাডিজ।

পুলিশি এককাউন্টারে মৃত্যু কিরণ পাল হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো দিল্লির কনস্টেবল কিরণ পাল সিং হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রাঘব ওরফে রকিব।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সঙ্গম বিহার এলাকায়। সেখানে দিল্লি পুলিশের একটি দল অভিযুক্ত রাঘব ওরফে রকিকে ঘিরে ধরে। এসময় অভিযুক্ত পুলিশের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলিতে আহত হয় রাঘব। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার গভীর রাতে কিরণ পাল যখন টহল দিচ্ছিলেন, তখন তিনজন দুষ্কৃতী তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা কিরণপালের ওপর ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে। মৃত্যু হয় কিরণপালের।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে রবিবার কেন্দ্রীয় সরকার এক সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন। সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার জন্য এই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশের অভিযানে ধৃত সাত কুখ্যাত ডাকাত

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশের অভিযানে সাত কুখ্যাত ডাকাতকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃত সাত ডাকাত বরপেটা এবং দরং জেলার বাসিন্দা যথাক্রমে সাদেক আলি, দিলোয়ার খান, আকবর আলি, লোকমান আলি, আবু বক্কর সিদ্দিক, সৈদুল রহমান এবং জয়নাল আবেদিন।

আজ রবিবার মহানগরীর লতাশিল থানার লতাশিল ওসি জ্যোতিষ্মান নেওগ এ খবর জানিয়েছেন। ওসি জানান, গত কয়েকদিন ধরে ডাকাতের এই দল মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি সহ নানা ধরনের অপরাধজনিত ঘটনা সংগঠিত করছিল। ডাকাতদের ধরতে ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছিল। এরই মধ্যে নির্ভরযোগ্য এক গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের দল অভিযান চালিয়ে ডাকাতের এই দলকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।

ওসি জ্যোতিষ্মান নেওগ আরও জানান, ডাকাতের এই দল গতকাল রাতে গুয়াহাটিতে ডাকাতি করে দরঙে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। সেখান থেকে তাদের ধরা হয়েছে।

ওড়িশা দেশকে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ওড়িশা দেশকে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছে। এখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের, ওড়িশার মেয়ে দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমাদের সকলের জন্য গর্বের একটি বড় উৎস। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'ওড়িশা পরব ২০২৪'-এ যোগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ওড়িশার হস্তশিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী।পরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "ওড়িশা পরব" উপলক্ষ্যে আমি আপনাদের এবং ওড়িশার সমস্ত জনগণকে অভিনন্দন জানাই।

রবিবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা স্টেনোগ্রাফার্স স্টেট কমিটির ড২য় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এই বার্তা রাখলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, চলবে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শীতকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'বৈঠকে ৩০টি রাজনৈতিক দলের মোট ৪২ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। অনেক বিষয় রয়েছে। সবাই আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, আমরা চাই লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভালো আলোচনা হোক। সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমাদের একটাই অনুরোধ, সদন ভালোভাবে চলতে দেবেন, যেন কোনও হট্টগোল না হয়। প্রত্যেক সদস্যই আলোচনায় অংশ নিতে চায়, কিন্তু সদন ভালোভাবে চালাতে হবে... শীতকালীন অধিবেশন ভালো, সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সকলের অংশগ্রহণ আবশ্যক।"কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, 'আগামীকাল অধিবেশন শুরু হবে। পরশু কোনও লোকসভা অথবা রাজ্যসভা অধিবেশন থাকবে না, কারণ ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। ওই দিন সংবিধান দিবস পালিত হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভাষণ দেবেন এবং আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এতে সংবিধান সম্পর্কিত অনেক বিষয় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সংবিধান প্রণয়নের আগে কী প্রক্রিয়া ছিল তা অনেকেই জানেন না। বইটি সাধারণ বই নয়।'

দমদমে মন-কি-বাত শোনার আয়োজন, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনলেন শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত শোনার আয়োজন করা হল দমদমে। রবিবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত শুনলেন এবং বিশেষ সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য-সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবা বিধানসভার ভিআইপি বাজার অটো স্ট্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত শুনলেন এবং বিশেষ সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

কোনও উপনির্বাচনে লড়বে না বিএসপি, জানিয়ে দিলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): কোনও উপনির্বাচনে লড়বে না বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), জানিয়ে দিলেন দলের প্রধান মায়াবতী। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, """উত্তর প্রদেশের ৯টি বিধানসভা আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ভোটদান এবং গতকাল যে ফলাফল এসেছে তা নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের নির্বাচন কমিশন দেশে ভুয়ো ভোট রুখতে কঠোর পদক্ষেপ না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দল দেশের কোনও উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।'মায়াবতী আরও বলেছেন, 'আগে দেশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনে জেতার জন্য ভুয়ো ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হতো, এখন ইভিএমের মাধ্যমেও তা করা হচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয়। শুধু তাই নয়, এই কাজ দেশে বেশ খোলামেলাভাবে করা হচ্ছে, বিশেষ করে লোকসভা

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রক্তদান এখন রাজ্যে সামাজিক আন্দোলনের রূপ পাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: স্বেচ্ছা রক্তদান এখন রাজ্যে সামাজিক আন্দোলনের রূপ পাচ্ছে। রক্তের কোনও বিকল্প হয় না। রক্তের কোনও ধর্ম নেই। আমরা বিভিন্ন দানের কথা শুনেছি, তবে রক্তদান সমস্ত দানের উর্ধে। তাই রক্তদান মহৎ দান। রবিবার আগরতলায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গণে অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে ১ শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত থাকা প্রয়োজন। ত্রিপুরায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত মজুত থাকা দরকার। রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ এদিকে সতর্ক নজর রাখছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে রক্তের সেপারেশন সেন্টার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির রেখে অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে এসেছে। রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে কথা বলে তাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত ব্যানার্জি। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমিত সাহা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, এগিয়ে চলো সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

কমলপুরে তিপ্রা মথা দলের অনুমোদিত তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের একদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ নভেম্বর: রবিবার কমলপুরের মরাছড়া কমিউনিটি হলে এই প্রথম তিপ্রা মথা দলের অনুমোদিত তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের একদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের রাজ্যের সভাপতি রঞ্জন সিনহা।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তিপ্রা মথা সিটিজেন ফেডারেশনের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান সাহ আলম, দলের রাজ্য নেতা তাপস দে,তিপ্রা মথার মহিলা সংগঠনের সভা নেত্রী মনিহার দেববর্মা, তিপ্রা মথার মহিলা সংগঠনের ধলাই জেলার সভানেত্রী মেরী দেববর্মা, কমলপুর তিপ্রা মথা ব্লক সভাপতি তপন দেববর্মা প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের সভাপতি বিশ্বজিৎ মজুমদার।

সম্মেলনের উদ্বোধক তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের রাজ্যের সভাপতি রঞ্জন সিনহা বলেন, রাজনৈতিক দল গুলি শাখা সংগঠন ছাড়া শক্তিশালী হয় না। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দল গঠন হওয়ার পর থেকে দলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন শাখা সংগঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মরাছড়া কমিউনিটি হলে।

তিপ্রা মথা দল শাখা সংগঠনের মাধ্যমে এখন অনেক শক্তিশালী হয়েছে। তাছাড়া, সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিপ্রা মথার মহিলা সংগঠনের রাজ্যের সভানেত্রী মনিহার দেববর্মা। সম্মেলনের শেষে তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের ২৫ জনের কমলপুর মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়।

সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন এনএফ রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) নিজস্ব জোনে রেল ও পথ ব্যবহারকারীদের জন্য সুরক্ষা ওপরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনের মোট ১৭টির মধ্যে নয়টি লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেটে রাবারাইজড সারফেস স্থাপন করা হয়েছে। এই আধুনিক উদ্যোগ অবশিষ্ট গেটগুলির ক্ষেত্রেও এ বছরের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। এই প্রকল্পের (নয়টি এলসি গেটের রাবারাইজড সারফেসিং) মোট ব্যয় ৮১ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক এলসি গেটের জন্য ৯ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং উন্নতির ব্যাপারে এই উদ্যোগ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর জানিয়ে বলেন, পেভার ব্লক ফিক্সিঙের পুরোনো পদ্ধতির তুলনায় রাবারাইজড সারফেসিং একাধিক সুবিধা প্রদান করে। এর স্থাপন প্রক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর, প্যানেল স্থাপনের জন্য মাত্র দু-ঘণ্টা ব্লক এবং স্থাপনের পর দুই থেকে তিন ঘণ্টার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটারের সংক্ষিপ্ত গতিবেগ সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এটি ট্র্যাক এবং উভয়পাশে এক মিটারের মধ্যে মসৃণ রোড সারফেস নিশ্চিত করে, পথ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নত রাইডং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে।

তিনি জানান, চেক রেলের অপসারণের দ্বারা লেভেল ক্রসিঙের সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চেক রেলের ভাঙনের মতো ঝুঁকি এবং ঘনঘন গ্যাপ অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এছাড়া বালু ও পেভার ব্লকের অনুপস্থিতির জন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হয়েছে এবং কেক ব্যালাস্ট গঠন প্রতিরোধ করেছে। এটি ইলাস্টিক রেল ক্লিপস (ইআরসি), জিআর প্যাড এবং লাইনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক উপকরণগুলির পরিষেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। যেহেতু রাবারাইজড সারফেসিঙের ফলে মেশিন টেম্পিঙের মতো কাজ করার সময় ট্র্যাক খুব সহজে খুলে যায়, তাই এর রক্ষাণাবেক্ষণের কাজও খুব সাধারণ।

লেভেল ক্রসিংগুলিতে নিরাপদ ও মসৃণ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য পথ ব্যবহারকারী ও রেলওয়ে পরিচালনের সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রচেষ্টা, এই উদ্যোগটি তারই একটি প্রমাণ। নয়টি গেট ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট আটটি গেটে এই ব্যবস্থা করা হলে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনে সুরক্ষা ও পরিচালনমূলক দক্ষতা আরও মজবুত হয়ে উঠবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার যাত্রী ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং বাধাহীন অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সর্বদা উদ্ভাবনী সমাধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আসছে, বলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

উত্তরাখণ্ডে নদীর ধার থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

হরিদ্বার, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রবাসন নদীর তীরে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবাসন নদীর তীরে রাস্তার পাশে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির এক হাতে একটি অক্ষর খোদাই করা আছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তি একজন শ্রমিক বলে মনে করা হচ্ছে। নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উৎসবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, সৎসঙ্গ ত্রিপুরা কর্তৃক আয়োজিত "ত্রিপুরা উৎসবে" সামিল মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: উৎসবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর মধ্য দিয়ে একজন অপরজনকে বুঝা যায়, জানা যায়। একে অপরের সুবিধা অসুবিধা জানার মাধ্যমে একসঙ্গে থাকা যাবে। আর তখনই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

রবিবার আমতলি - খয়েরপুর বাইপাস লাগোয়া হাউজিং বোর্ড মাঠে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম আবির্ভাব বর্ষে সৎসঙ্গ ত্রিপুরা কর্তৃক আয়োজিত "ত্রিপুরা উৎসবে" অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই ধর্মীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পরমপ্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি। প্রচুর লোক এখানে জড়ো হয়েছেন। প্রায় লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হয়েছেন। ত্রিপুরার আনাচে কানাচে থেকে মানুষ এখানে এসেছেন। এটাকে ত্রিপুরা উৎসব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আয়োজকরা। মনে হচ্ছে একটা মিলন যজ্ঞ। সমস্ত ধর্মের লোক সমবেত হয়েছেন। এরআগে এই উৎসবের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আয়োজকরা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। এতগুলো মানুষের থাকা খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। আর আমি একজন সামান্য সৈনিক হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছি। পুরো কাজটুকু তারা করেছেন। সৎসঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি প্রতি বছরই এধরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন। এবার আরো বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করেছেন। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। এখানে সমাগত ভক্তবৃন্দের মঙ্গল যাতে হয় সেই কামনা করি। আর এধরণের উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর মাধ্যমেই একজন আরেকজনকে চিনতে পারি, বুঝতে পারি।

অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: আজ অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় একটি মেগা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা , বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় খাদ্য এবং পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী , আগরতলা পুর নিগমের মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার। অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের চ্যায়রম্যান শ্রী রতন সাহা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সৈকত বন্দোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা এবং বিশেষ অতিথি রাজ্যের মাননীয় খাদ্য এবং পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী সুমিত সাহা। আজকের এই রক্তদান শিবিরের মূল আকর্ষণ ছিলো জীবনে প্রথমবারের মত রক্তদাতাদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় আজকের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৯২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এসোসিয়েশন এই রক্তদান উৎসবে অংশগ্রহণ কারী সমস্ত রক্তদাতা , রক্তদান করতে এসেও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে রক্ত দান করতে পারেননি পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত এসোসিয়েশনের সব সদস্য , এগিয়ে চলো সংঘের সব সদস্য , প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সব সম্মানিত প্রতিনিধি সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। অল ত্রিপুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশন আগামী দিনেও আরও বেশী করে এই ধরণের সামাজিক দ্বায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর।

জনকল্যাণে গতানুগতিক

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। যদিও নিন্দুকেরা অনেক কথা বলে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মানুষের সার্বিক কল্যাণেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। এদিন ফের একবার কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কোন বিকল্প নেই। জনগণের কল্যাণের জন্য গতানুগতিক কর্মসূচির বাইরে গিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এজন্য দলীয় কার্যকর্তাদের আরো আন্তরিক ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় দেশের যুব শক্তি নিয়ে গর্ব করেন। বিদেশে গেলেও বারবার ভারতবর্ষের যুব শক্তির কথা তুলে ধরেন তিনি। এছাড়া তিনি প্রায় সময় যুবদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সেটা বাস্তবে প্রতিফলিত করেন। বর্তমান ছেলেমেয়েদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা রয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ যুব শক্তি। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর

● প্রথম পাতার পর

এই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জামা মসজিদের সার্ভে ঘিরে হিংসা সম্ভলে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।'

স্বামীজীর জন্মদিনে তরুণদের নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

মনে থাকবে লালকেল্লা থেকে এমন তরুণদের রাজনীতিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম আমি। যাদের পরিবারে কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র পরিবারের কারও রাজনৈতিক ব্রাকগ্রাউন্ড নেই। এমন এক লক্ষ তরুণদের, নবীন যুবদের রাজনীতিতে যুক্ত করার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের অভিযান চলবে। বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ এমনই এক প্রয়াস।

এদিকে, মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১৬-তম পর্বে এনসিসি-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। রবিবার এনসিসি দিবস। এই উপলক্ষ্যে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ এনসিসি দিবস। এনসিসি-র নাম শুনলেই মনে পড়ে যায় আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলি। আমি নিজে একজন এনসিসি ক্যাডেট ছিলাম, তাই আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এনসিসি থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা আমার জন্য অমূল্য।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এনসিসি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের চারপাশে দেখেছেন, যখনই কোথাও কোনও দুর্যোগ হয়, বন্যা হোক, ভূমিকম্প হোক অথবা কোনো দুর্ঘটনা, এনসিসি ক্যাডেটরা সেখানে সাহায্যের জন্য অবশ্যই উপস্থিত থাকে।

গ্রেড পে বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব বিশালগড়ের বিজ্ঞান শিক্ষকরা

● প্রথম পাতার পর

অশিক্ষক কর্মচারীরা পর্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছে গ্রেড পে থেকে। অতীতে গ্রেড পে চার বছর ১০ বছর এবং ১৭ বছর পর জাম্প দিতো। বর্তমান সরকারের কাছে বিশালগড় বিভাগের অধীন স্নাতক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষক এসোসিয়েশনের দাবি যাতে করে বর্তমান সরকার এই নীতি পরিবর্তন করে। তাহলে লাভবান হবে শিক্ষকরা এবং তাদের গ্রেড পে লাফ দিয়ে বাড়বে, স্থির থাকবে না।

রবিবার সকাল বেলা বিশালগড় নামার বাজার তরুণ সংঘ ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়গুলো তুলে ধরেন ২০১২সালের বিজ্ঞান শিক্ষক এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য অমিত রায় এবং বিশালগড় ইউনিটের বিজ্ঞান শিক্ষক এসোসিয়েশনের সভাপতি হারাধন দেবনাথ এবং সম্পাদক উত্তম দেবনাথ।

গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি সহ আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

পশু আটক করল। পাশাপাশি দুই যুবককেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে মধুপুর থানার পুলিশ। জানা যায় মধুপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল পুরাথল রাজনগর এলাকা দিয়ে কামথানা হয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে নয়টি গবাদি পশু বাংলাদেশে পার হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় মধুপুর থানা পুলিশ উৎপেতে বসে থাকে গভীর জঙ্গলে। পরবর্তী সময়ে জঙ্গল থেকে একটি বোলেরো গাড়ি যার নম্বর টিআর০৭ - এ- ১৫২২, সেই গাড়ির মধ্যে নয়টি গবাদি পশু ছিল। পরবর্তী সময়ে গাড়ি সহ ২ যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের নাম হল আশুআলি ইসলাম এবং অপরজনের নাম সজীব মিয়া, তাদের বাড়ি বিশালগড় দুর্গানগর এলাকায়।

এদিকে মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জি বলেন গোপন খবরের ভিত্তিতে তাদের এই সাফল্য। তবে সেই গবাদি পশু গুলি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাচ্ছিল পাচারকারীরা। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে মধুপুর থানা নিয়ে আসলে রবিবার দুই যুবককে মহকুমা আদালতের সোপর্দ করা হয়। অন্যদিকে গবাদি পশুগুলি দেবীপুর গোশালা আশ্রমে দেওয়া হয়।

নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

যুবক এখনো বেকার। কর্মসংস্থানে জন্য অপেক্ষা করছেন তারা। কিন্তু এই অপেক্ষা যেন এই শেষ হচ্ছে না। বিভিন্ন দপ্তরে ঘোরপাক খেতে হচ্ছে তাদের।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে টেট উত্তীর্ণরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের এই আন্দোলন এলাকায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অবস্থা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা একপ্রকার টেনে হিঁচড়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

দিল্লিতে তিপ্রাসা চুক্তি

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রাসা চুক্তির দ্বিতীয় বৈঠকটি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে হওয়ার কথা রয়েছে তবে তারিখটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এ কে মিশ্র(উপদেষ্টা, উত্তর-পূর্ব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক)- র নেতৃত্বে একটি ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন রদয়ত কিশোর দেববর্মা, টিএমপি সভাপতি বি কে রাঙ্খল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উত্তর-পূর্ব বিষয়ক সচিব এবং ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সচিব।

সংকীর্ণ স্বার্থে বিভাজন তৈরি

● প্রথম পাতার পর

সেই সেবারেই একটি অঙ্গ। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হচ্ছে।

শুধু ডুকলিতেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এ ধরনের রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হয়েছে বলে এদের জানান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক।

৩৯ নং ওয়ার্ড এর উদ্যোগে অভিভাবক

● আটের পাতার পর

ধরনের মীমাংসা ছাড়াই শুধু আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটতেন বামেরা। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে বিভিন্ন কলকারখানা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে কর্মসংস্কৃতিকে পাল্টে উন্নয়নের ধারা বইছে রাজ্যে। সর্বক্ষেত্রে রাজ্যে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু নিন্দুকদের এটি সহ্য হচ্ছে না। তাই তারা বিভিন্ন সময় রাজ্যের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরনো কর্মসংস্কৃতিকে পেছনে ফেলে নতুনভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে সবকিছু সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি সময় সাপেক্ষ হলেও ত্রিপুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এগিয়ে আসছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।।

খেলাধুলা

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।মরশুমে নিজেদের দ্বিতীয় জয় অর্জন করলো জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। রবিবার ভোলাগিরি মাঠে জে আরসি দল প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের। দারুণ বিষয় হলো টসে জয়লাভ করে জে আর সি দলের অধিনায়ক ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যাটসম্যানরা ১৬.২ ওভারে১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৮৭ রান। ব্যাট হাতে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে জিবেশ দেববর্মা ১৪, পার্থ চক্রবর্তী ২১, দেবাশীষ দাস ৬, বিম্বিসার ভট্টাচার্য ৫, মৃণাল ভৌমিক উল্লেখযোগ্য মেজাজে ২১ রান করেন। এছাড়া বাকি ব্যাটসম্যানরা ও চেষ্টা করেন স্কোরবোর্ডে রান সংগ্রহ করার জন্য। জে আর সির হয়ে জাকির হোসেন ১৫ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেয়। এছাড়া বিশ্বজিৎ দেবনাথ ২ ওভারে ৪ রান দিয়ে ২টি এবং ১টি করে উইকেট নেয় অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ সাহা,তাপস দেব ও দিব্যেন্দু দেরা। জয়ের জন্য জে আর সির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৮৮ রানের। ব্যাট করতে নেমে যদি ও শুরুটা নড়বড়ে হয় জে আরসির। তবে পরবর্তীতে মাঠে নেমে মেঘধন দেব ও মিল্টন ধর দারুণ ব্যাটিংয়ের মহড়া তুলে ধরে। মেঘধন ও মিল্টন একদমই সাবলীল মেজাজে ব্যাট করে ১০.২ ওভারে জয়ের রান হাসিল করে নেয়।

ব্যাটে মিল্টন ২৬ বলে ৪৫ ও মেঘধন দেব ২৪ বলে ৩১ রানে নট আউট থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। বলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে একটি করে উইকেট নেন পার্থ চক্রবর্তীর ও রাজেশ হালামরা। ম্যাচের পর হলো প্রাইজ গিভিং। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হলেন জে আর সির জাকির হোসেন। রানার্স দল তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন জে আর সির সম্পাদক অভিষেক দে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়ন দল জে আর সির হাতে ট্রফি তুলে দিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। ম্যাচের পর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বললেন, এই ম্যাচ খেলে তিনি সত্যিই আনন্দিত। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরো হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন তিনি।জে আর সির অধিনায়ক অভিষেক দে বললেন, ক্রিকেটটা তো শুধু একটা বাহানা, এই প্রীতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুই দলের মধ্যে এক অনাবিল সম্পর্ক তৈরি হল। যা আগামী দিনেও অটুট থাকবে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনেও এই ম্যাচের আয়োজন করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর খেলোয়াররা এখন আগ্রায়, মাঠে নামবে আজ

আগ্রা থেকে সুপ্রভাত দেবনাথ।। মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর খেলোয়াররা এখন আগ্রায়। আগামীকাল (সোমবার) দু''দিনব্যাপী এনসিআর মাল্টি স্পোর্টস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠে নামবে পদক জয়ের উদ্দেশ্যে। ২৬ নভেম্বর প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মাস্টার্স স্পোর্টস উইং ত্রিপুরা থেকে ৩৬ সদস্যের রাজ্য দল বৃহস্পতিবার রেল পথে রওয়ানা হয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে ৩৪ জন-ই বিভিন্ন খেলাধুলায় বিশেষ করে যোগা, অ্যাটলেটিক্স, লন টেনিস এবং জুডো ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, জাতীয় আসরের এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারীদের নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হবে। যাঁরা আগামী জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর খেলোয়াড়রা হলো রিতা কর, তনুশ্রী চক্রবর্তী, পূর্বা সিনহা, পৌশালী রুদ্র পাল, রাখি সাহা, শাহানারা বেগম, রাবিয়া বেগম, দেবী রানী দাস, রুনা আক্তার, সবিতা দাস, কবিতা দাস, রেশমী রায়, শিলা বণিক, অনিন্দিতা পাল, রিপা কর্মকার, সুলতান সিং, দ্বিগবিজয় সিং, আকাশ বর্মন, সনজিৎ দেবনাথ, অর্জুন শর্মা, মাহাবুল আলম, নারায়ণ ঘোষ, নলিনী রঞ্জন দেবনাথ, রাখাল শিব, রঞ্জিত ত্রিপুরা, জয় দেববর্মা, বিজয় মগ, তপন শীল, দেবু দেববর্মা, আশিস কর, অমিয় কুমার দাস, ছবিটা নমঃ, প্রিয় লাল সাহা, ইলা রানী রায়, কেশব লাল রায় (অফিসিয়াল), সুপ্রভাত দেবনাথ (স্টেট অবজারভার)। রাজ্যের খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করবে বলে প্রত্যেকেই আশাবাদী।

পূর্বাঞ্চল এজি ক্যারামের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একাউন্ট্যাট জেনারেল ত্রিপুরা অফিসের পরিচালনায় তিনদিন ব্যাপী পূর্বাঞ্চল ক্যারাম প্রতিযোগিতা আজ, রবিবার আগরতলায় শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সহ পূর্বাঞ্চলের মোট ১০টি দল এই আসরে অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধাণ অতিথি হিসেবে বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী সহ এজি ত্রিপুরা রনেন্দু সরকার, দুই সিনিয়র ডিএজি কাব্যদীপ যোশী ও তনুশ্রী বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ফিতা কেটে এবং পরে বৈদিক মন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধন হয় আসরের। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী বলেন, ক্যারাম হল মাইন্ড গেম। এটি একটি পারিবারিক খেলাও। এর মধ্য দিয়ে নির্মল বিনোদনে হয়ে থাকে। এজি'র এই আসরের সাফল্য কামনা করে তিনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা অতিথি খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের উৎসবের এই মরশুমে ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রগুলি ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানান। স্বাগত ভাষনে এজি ত্রিপুরা রনেন্দু সরকার আসরের সফলতা কামনা করেন। পরে প্রাথমিক পর্বের খেলা শুরু হয়। মোট ৬৮ জন খেলোয়াড় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে এই আসরে অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রাপ্ত হজাগিরি নৃত্য অতিথিদের মন কেড়ে নেয়। আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই আসর চলবে। এর পর এখানেই শুরু হবে এজি আন্ত: জোন ক্যারাম প্রতিযোগিতা।

ক্রীড়া সংগঠকের উদ্যোগে প্রদর্শিত আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস প্রশংসিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন প্রশংসা করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক গেমসে উপস্থিত ছিলেন। প্যারিস অলিম্পিক গেমসে তাঁর উপস্থিত থাকা নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যের খেলাধূলার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। সুজিত রায়ের এই প্যারিস অলিম্পিক গেমস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সম্মান এবং তাঁর ক্যামেরার চোখে দেখা অলিম্পিক গেমসের বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন থেকে ''আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস'' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর আয়োজনে রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বিশিষ্ট অতিথিদের সমারোহ। আজ, রবিবার আগরতলার এম বি বি স্টেডিয়াম সংলগ্ন আগরতলা ক্লাবে এই প্রদর্শনী প্রচুর দর্শনার্থী উপভোগ করেছেন। এদিকে, সুজিত রায়ের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে হাজির থাকা নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করে ভারতে অবস্থিত ফরাসি দূতাবাসের চার্জ ইন মিশন স্যামুয়েল বুচারও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক অরুপ রতন সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জীবন বাঁচানো সেই রজত ও নিশুকে স্কুটার উপহার ঋষভ পন্তের

রাস্তার বিভাজকে ধাক্কা লেগে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে কাতরাচ্ছিলেন ঋষভ পন্ত। সেই সময় ওই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন দুই যুবক রজত কুমার ও নিশু কুমার। তাঁরা দুজন দৌড়ে গিয়ে গাড়ির মধ্য থেকে টেনে বের করলেন মারাত্মকভাবে আহত পন্তকে। রজত ও নিশু তখনো জানতেন না, পন্ত ভারত জাতীয় দলের ক্রিকেটার।

তাঁদের কাছে দুর্ঘটনার শিকার এক অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করাটাই ছিল মুখ্য।

পন্তকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে হাসপাতালে নেওয়া, বিষয়টি পুলিশকে জানানোসেই সময় সবকিছুই করেছিলেন রজত ও নিশু। দেরাদুনে যাওয়ার পথে পন্ত ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। এরপর উন্নত চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফিরেছেন ক্রিকেট মাঠেও। এখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ভারত দলের হয়ে খেলছেন বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে।

এর মধ্যেই আবার আলোচনায় এসেছে পন্তের সেই দুর্ঘটনা আর তাঁকে উদ্ধার করা দুই যুবক রজত ও নিশুর খবর। এটা পন্তের কারণেই এসেছে। সম্প্রতি ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দুই যুবককে দুটি স্কুটার উপহার দিয়েছেন।

সেই স্কুটার রজত ও নিশু চালাচ্ছেনএমন ভিডিও দিয়ে অনেকেই এটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন।

পন্ত অবশ্য ওই দুর্ঘটনার পর বহুবারই রজত ও নিশিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গত বছরও একবার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমি হয়তো সবাইকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারব না। কিন্তু আমাকে এই দুই নায়কের কথা আলাদাভাবে বলতেই হচ্ছে, যাঁরা আমার দুর্ঘটনার সময় নিরাপদে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। রজত কুমার ও নিশু কুমার, আপনাদের ধন্যবাদ। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকব।'

ঋণী তো পন্তকে থাকতেই হবে। অমন একটি দুর্ঘটনার পর অনেকের কাছে তাঁর বেঁচে থাকাটাই অলৌকিক। সেই পন্তই কিনা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছেন। আবার বহাল তবিয়তে খেলছেন ক্রিকেটও। এ সবই তো সম্ভব হয়েছে রজত ও নিশুর জন্য।

নিলামে রেকর্ড ভাঙার খেলা, স্টার্ককে টপকালেন শ্রেয়স, সর্বকালের রেকর্ড ভাঙলেন পন্থ

শ্রেয়স আইয়ার। আগের মরশুমেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল জিতিয়েছেন। শ্রেয়স যে নিলাম টেবিলে ঝড় তুলবেন প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা বলে তাঁর দর যে ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠবে সেটা হয়তো শ্রেয়স আইয়ারও ভাবেননি। কিন্তু সেই অভাবনীয় কাণ্ডটাই ঘটল। আইপিএল নিলামের প্রথম ঘণ্টাতেই মিচেল স্টার্কের রেকর্ড ভেঙে সর্বকালের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়সের জন্য রীতিমতো দড়ি টানাটানি করল দিল্লি ক্যাপিটালস এবং পাঞ্জাব কিংস। শেষে প্রাক্তন নাইট অধিনায়ককে কিনল পাঞ্জাব।

দাঁড়ান, শ্রেয়সের ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দর শুনে অবাক হচ্ছেন। অবাক হওয়া এখনও বাকি আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই ফের শ্রেয়সের সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন ঋষভ পন্থ। তিনি আবার বিক্রি হলেন ২৭ কোটি টাকায়। পন্থই এবারের আইপিএলের সবচেয়ে 'হট প্রপার্টি' ছিলেন। এবং প্রত্যাশিতভাবেই তিনি পেলেন ২৭ কোটি। নাটকীয়ভাবে তাঁকে কিনে নিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়ান্টস। আইপিএলের সর্বকালের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার আপাতত পন্থই।

শ্রেয়সকে যে দিল্লি টার্গেট করবে সেটা জানাই ছিল। আবার অন্যদিকে পন্থের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপাতে পারে পাঞ্জাব এমনটাই মনে করা হচ্ছিল নিলামের আগে। কিন্তু নিলাম টেবিলে দেখা গেল পাঞ্জাব পন্থের জন্য গেল না। বরং মরিয়া হয়ে রিকি পন্টিংরা ঝাঁপালেন শ্রেয়সের জন্য। দিল্লি এবং পাঞ্জাবের মধ্যে বিড যুদ্ধ শুরু। সেই যুদ্ধ থামল ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় গিয়ে। পাঞ্জাবের কাছে হেরে গেল দিল্লি। আসলে পাঞ্জাবেরও অধিনায়ক প্রয়োজন। আইপিএল জেতানো অধিনায়ককে দলে নিতে তাই কোনও কৃপণতা করেনি প্রীতির ফ্র্যাঞ্চাইজি।

পন্থের জন্যও বিডিং যুদ্ধ কম হয়নি। ২০ কোটি ৭৫ লক্ষে প্রথমে তাঁকে কিনে নেয় লখনউ। কিন্তু খানিক অপ্রত্যাশিতভাবেই পন্থের পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি তাঁকে আরটিএম করে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এবারের আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আরটিএম করতে চাইলেও ওই ক্রিকেটারকে নেওয়ার জন্য আরেকবার সুযোগ পায় বর্তমানের সর্বোচ্চ বিডার। সেই সুযোগ নিয়ে পন্থের জন্য সোজা ২৭ কোটির দর হাঁকান লখনউ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

অস্ট্রেলিয়া রওনা হলেন রোহিত

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খেলতে অস্ট্রেলিয়া গেলেন রোহিত শর্মা। শনিবার রাতে তিনি পার্থের বিমান ধরেছেন। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলছেন না রোহিত। তাঁর পরিবর্তে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যশপ্রীত বুমরা।

সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে। অ্যাডিলেডের সেই টেস্ট থেকে রোহিত মাঠে নামবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবারই দলের সঙ্গে পার্থেই যোগ দেবেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরার জন্য শনিবার রাত ১১টা নাগাদ তিনি মুম্বই বিমানবন্দরে পৌঁছান।

বিমানবন্দরে রোহিতকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন স্ত্রী রীতিকা সাজদে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বিদায় ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। তাঁদের সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

গত ১৫ নভেম্বর রীতিকা পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ২০১৫ সালে প্রথম বার বাবা হয়েছিলেন রোহিত। সামাইরার জন্ম দিয়েছিলেন স্ত্রী রীতিকা। ৯ বছর পর দ্বিতীয় বার বাবা হলেন রোহিত।

দ্বিতীয় বার স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানাননি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শুরু থেকে থাকবেন না বলে জানিয়েছিলেন। তার পরেই জানা যায়, রোহিত দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন। আগে থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন রোহিত। পরে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ০-৩ হারার পর ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার বাবা হওয়ার পরই আবার ক্রিকেটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টেই অধিনায়ক রোহিতের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কিছুটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। প্রথম টেস্টের আগে শুভমন গিলের আঙুলে চোট সেই আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। রোহিত, শুভমনহীন ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ পার্থে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে গুটিয়ে যায়।

যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে দাপুটে ব্যাটিং করেছেন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং লোকেশ রাহুল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পার্থ টেস্টে দেশের নাম ডোবালেন ভারতীয় সমর্থক, ওয়াসিম আক্রমকে কটু কথা, বাড়ল নিরাপত্তা

পার্থ টেস্টে এক ভারতীয় সমর্থক নাম ডোবালেন দেশের। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে কটু কথা বলে সমালোচিত তিনি। অপ্রীতিকর এই ঘটনার জেরে পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বাড়াচ্ছেন আয়োজকেরা।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন ওয়াসিম আক্রম। শনিবার দ্বিতীয় দিনের খেলার সময় তিনি ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বক্সের দিকে এগোচ্ছিলেন। তার মাঝে এক ভারতীয় সমর্থককে সই দিচ্ছিলেন। সেই সময়েই তাঁর উদ্দেশে কটু কথা বলতে থাকেন ওই সমর্থক। সেই মুহূর্তে কিছু বলেননি আক্রম।

তবে ঘটনাটি সেখানেই থামেনি। ম্যাচের পর স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ওই সমর্থক। আক্রম গাড়ি ধরার সময় আবার তাঁকে খারাপ কথা বলেন। পুলিশ এসে ওই সমর্থককে সরিয়ে দেয়। তিনি মত্ত ছিলেন কি না তা জানা যায়নি। আক্রম ওই ঘটনায় একেবারেই খুশি হননি।

ক্রিকেট কর্তারা জানিয়েছেন, আক্রমের উদ্দেশে কোনও বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করা হয়নি। তবে পার্থ টেস্টের বাকি দিনগুলিতে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো। প্রাক্তন হোক বা বর্তমান, কোনও ক্রিকেটারকেই যাতে খারাপ কথা না বলা হয় সেটি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি, ধারাভাষ্যকারেরা যাতে স্টেডিয়ামের ভেতর থেকেই গাড়ি ধরতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা করা হবে।

এই ঘটনাকে সমর্থন করতে পারেননি অনেক ভারতীয় সমর্থকই। তাঁরা সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

জিততে পারল না বার্সেলোনা

চোটের জন্য খেলতে পারছেন না লামিন ইয়ামাল। তাঁর অভাব অনুভূত হচ্ছে বার্সেলোনার খেলায়। লা লিগার ম্যাচে সেলতা ভিগোর বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলেন না রবার্ট লেয়নডস্কিরা। খারাপ ফুটবলের মূল্য চোকাতে হল হাল্কি ফ্লিকের দলকে।

ইয়ামালকে ছাড়া যেন জিততেই পারছে না বার্সেলোনা। ২৮ সেপ্টেম্বর ওসাসুনার মাঠে বার্সেলোনার একাদশে ছিলেন না ইয়ামাল। সেই ম্যাচ ২-৪ গোলে হেরেছিল বার্সা। গত ১০ নভেম্বর রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষেও খেলেননি ইয়ামাল। বার্সা হেরেছিল ০-১ ব্যবধানে। শনিবার অবশ্য হার বাঁচাতে পেরেছে তারা। এগিয়ে যাওয়ার পরও সেলতার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে বার্সেলোনা। ইয়ামালকে ছাড়া তিনটি ম্যাচ খেলে একটিতেও জিততে পারল না তারা। শনিবার ড্রয়ের পর জার্মান কোচ মেনে নিয়েছেন, তাঁর দল খুব খারাপ ফুটবল খেলেছে।

১৫ মিনিটে রাফিনিয়া এবং ৬১ মিনিটে লেয়নডস্কির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। ৮০ মিনিটের পর হঠাৎই খেলা থেকে হারিয়ে যান বার্সেলোনার ফুটবলারেরা। সেই সুযোগ কাজে লাগায় প্রতিপক্ষ। ৮২ মিনিটে ইলাইক্স মোরিবাকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সার মার্ক কাসাদো। ১০ জনে পরিণত হওয়া বার্সার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সুযোগ কাজে লাগায় সেলতা। ৮৪ এবং ৮৬ মিনিটে পর দু'গোল করে সমতা ফেরায় আয়োজকেরা। প্রথম গোলটি করেন আলফনসো গঞ্জালেস। দ্বিতীয় গোল হুগো আলভারেজের।

পয়েন্ট হারালেও লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে বার্সেলোনা। ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট তাদের। সম সংখ্যক ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তৃতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস সবচেয়ে বড় বিষয় ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রবিবার আগরতলায় কলেজ জেলায় ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক টুকরো প্যারিস নামকরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সহ অন্যান্যরা।
রবিবার কলেজ ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু সহ অন্যান্যরা। এক টুকরো প্যারিস সেসব নামকরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন যে কোন খেলাধুলার ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিস সবচেয়ে বড় বিষয়। প্র্যাকটিস করলে কোন গ্রামীণ এলাকার মানুষও সাফল্য পেতে সক্ষম হয়। টেনিস খেলার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। আমাদের রাজ্য ও দেশে খেলাধুলার মান আরো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজ্যপাল।

৩৯ নং ওয়ার্ড এর উদ্যোগে অভিভাবক সংবর্ধনা এবং মত বিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ৩৯ নং ওয়ার্ড এর উদ্যোগে শুভ বিজয়া দশমী ও শুভ দীপাবলি উপলক্ষে অভিভাবক সংবর্ধনা এবং মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ৩৯ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্যরা।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক পরিচিতি তিনি এদিনের আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন রাজ্যে মানুষ নিরাপদে চলতে পারত না। নিজের বাড়ির গলি দিয়ে হেটে যেতেও মানুষের ভয় হতো। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে পড়াশোনার পরিবেশ প্রায় বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। সেখানে শিক্ষককে মারধর করা হতো। রাজনীতির মাধ্যমে সব কিছুকে চালনা করার চেষ্টা করা হতো।
কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত ১০০০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের যৌথ অভিযানে ত্রিপুরার বাধারঘাটে ১৬ কোটি মূল্যের ১০০০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন জব্দ করেছে। এই অভিযানটি আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিচালিত সফল অপারেশনগুলির একটি সংযোজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট। আসাম রাইফেলস শুল্ক বিভাগ থেকে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত করা ১০০০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন এর আন্তর্জাতিক বাজারে আইসিই নামে পরিচিত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, আসাম রাইফেলস দ্রুত অভিযান শুরু করে। অভিযানে প্রচুর পরিমানে মাদকদ্রব্য জব্দ করে পরবর্তীতে শুল্ক বিভাগের কাছে হস্তান্তর করে। এই অভিযান এই অঞ্চলে মাদক পাচার এবং অবৈধ চোরাচালান কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসাম রাইফেলসের অটল প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ নভেম্বর।। কৈলাসহর উনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ক্রিস্টোফার তিলক, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, উনকোটি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুর জামান, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্যী, জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাংশু দাস থেকে শুরু করে এক ঝাঁক কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।
২০২৮ সালে একক ভাবে রাজ্যে কিভাবে কংগ্রেস সরকার গড়া যায়, এবং সংগঠনগুলি আরও কিভাবে মজবুত করা যায় সেই সব বিষয় নিয়ে উক্ত আলোচনা সভায় আলোচনা করা হয়, এদিনের এই আলোচনা সভায় রেকর্ড সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রবিবার উমাকান্ত স্কুল অডিটরিয়ামে ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের কর্মকর্তা ছাড়াও এর সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের কর্মকর্তারা সরকারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দাবি সংবাদ প্রতিনিধিদের সম্মুখে তুলে ধরেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। সাংবাদিকদর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন , ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা অনেকবার তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা ব্যর্থ হয়।
প্রসঙ্গত, গত সাত বছরে রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার সুযোগ পায়নি অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশন। সংগঠনের চতুর্দশ ত্রিবার্ষিকী রাজ্য সম্মেলনে অংশ নিয়ে এই বিষয়ে জানতে পারেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশন এর কর্মকর্তাদের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানালেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন।

কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে আরো উন্নত চিন্তা রয়েছে সরকারের: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রাজ্যে সম্প্রতি দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে করা হয়েছে। মনিপুর থেকে আসা চিকিৎসকের একটি টিমের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় চিকিৎসকরা কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে করতে পেরেছে। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, দুটি কিডনি প্রতিস্থাপনই সফল হয়েছে। রাজ্যের বাইরে গিয়ে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে ৩৫-৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু ত্রিপুরায় দুজনের কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয়নি রোগীর পরিবারকে।
তিনি আরো বলেন, কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে আরো উন্নত চিন্তা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মৃত ব্যক্তির কিডনি কিভাবে একজন রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায় সে বিষয় নিয়েও আলোচনা চলছে।

কৈলাসহরে অংকন মেধা স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর শ্রীরামপুর সূর্য্যমনি মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গনে অংকন মেধা স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় কৈলাশহর মহকুমার চারটি স্কুল অংশগ্রহণ করেছে এই চারটি স্কুল হল যথাক্রমে, আর্ট পার্ক এ, আর্ট পার্ক বি, গুরুকুল আর্ট স্কুল, ভাস্বতী অংকনালয়। ৪০০ অধিক ছাত্র-ছাত্রী এদিনের এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, সারা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে আজ কৈলাশহরেও ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে এই পরীক্ষা হচ্ছে এদিনের এই পরীক্ষায় এক্সামিনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা তনুজা বড়ুয়া। অনেক সুনামের সাথে দীর্ঘদিন ধরে গোটা রাজ্যে আর্ড স্কুল গুলি পরিচালনা করে আসছে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি, এদিনের এই পরীক্ষা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিস্তারিত জানান ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কপিল কান্তি দাস।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার সময় আটক এক ভারতীয় নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর।। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার সময় বিএসএফ এর ৯৭ ব্যাটেলিয়নের কর্মরত জওয়ানদের হাতে আটক এক ভারতীয় নাগরিক।
শনিবার গভীর রাত ৩টা নাগাদ উত্তর জেলার তারাকপুর মোহনটিকি এলাকায় সীমান্ত পারাপারের সময় বিএসএফের হাতে আটক হল এক ভারতীয় নাগরিক। জানা গেছে, ওই রাতে বাংলাদেশের সিলেট জেলা থেকে অবৈধ ভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে প্রবীর দাস (৪৭)। বাড়ি কদমতলা থানাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই বিষয়ে প্রবীর দাস জানান, মা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই ও ছোট ভাই এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বাংলাদেশ পাড়ি দেন। বর্তমানে তিনি সেই দেশ ছেড়ে ভারতে আসতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সেই দেশের অর্থ সহ স্বর্ণালঙ্কার সহ ভারতে আসতে গিয়ে বিএসএফ এর হাতে আটক হন। এই বিষয়ে কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন সীমান্ত পারাপারের সময় বিএসএফ তাকে আটক করেছে।

বন্ধুদের সাথে চাঁদা তুলতে গিয়ে যাত্রীবাহী অটোর ধাক্কায় মৃত্যু এক যুবকের

বিশালগড়, ২৪ নভেম্বর : বন্ধুদের সাথে চাঁদা তুলতে যাত্রীবাহী অটোর ধাক্কায় মৃত্যু এক যুবকের। ঘটনার বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা এলাকায়। পুলিশ ঘাতক গাড়িটি আটক করলেও চালককে ধরতে পারেনি।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এক সন্তানের বাবা সুজিত দাস রবিবার হরিনাম সংকীর্তনের জন্য বন্ধুদের সাথে চাঁদা তুলতে যান। বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা এলাকায় চিনি বোঝাই একটি লরি থেকে চাঁদা তোলার সময় যাত্রীবাহী অটো তাকে ধাক্কা দেয়। এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
রক্তাক্ত অবস্থায় সুজিতকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেখানে থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে প্রাণ হারান সুজিত। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে, কিন্তু চালককে এখনো গ্রেফতার করা যায় নি। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, সুজিতের মা বাবা দু'জনই গয়াতে গেছেন তীর্থযাত্রায়।

দৌড় প্রতিযোগিতা ও সাইকেল রেইসের মাধ্যমে এনসিসির ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। এনসিসির ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবিবার লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে দৌড় প্রতিযোগিতা ও সাইকেল রেইস অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি লাল্লু এবং ক্রিড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।
৭৬তম এনসিসি দিবস উদযাপন করা হলো আগরতলা লিচুবাগান স্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সহ এনসিসি ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ কর্নেল রাজশেখর। এদিন এনসিসি দিবস উপলক্ষে প্রথমে দৌড় প্রতিযোগিতা এবং পরে সাইকেল রেইস অনুষ্ঠিত হয়। দৌড় প্রতিযোগিতার পতাকা নাড়িয়ে উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল। অন্যদিকে সাইকেল রেইসে রাজ্যপাল নিজে অংশগ্রহণ করায় তার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

অনুকূল চন্দ্রের উৎসবে শামিল মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭তম আবির্ভাব বর্ষকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী উৎসবে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। আমতলী — খয়েরপুর বাইপাস সংলগ্ন মলয়নগর এলাকায় অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭তম আবির্ভাব বর্ষকে সামনে রেখে দু'দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার এই আয়োজন অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।
সৎসঙ্গ ত্রিপুরা কর্তৃক আয়োজিত 'ত্রিপুরা উৎসবে' উপস্থিত হয়ে অনুকূল চন্দ্রের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত আয়োজকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষতি দেখেন তিনি।

ফরেস্ট রেঞ্জারস অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আগরতলায় গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে রবিবার ফরেস্ট রেঞ্জারস অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। ফরেস্ট রেঞ্জার এসোসিয়েশন ত্রিপুরার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা গীতাঞ্জলী গেস্ট হাউজে। উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বনদপ্তরের পিসিসিএফ সহ অন্যান্যরা।
এদিন ফরেস্ট রেঞ্জার এসোসিয়েশনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন বন সম্পদকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। রেঞ্জার্স সহ বন কর্মীরা যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন সেই আহবান জানান তিনি।
তিনি বলেন, বর্ণ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব না হলে পরিবেশের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে হলে মনোযোগ সম্পদকে রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। রেঞ্জার্স সহ বনকর্মীদের উৎসাহিত করতেই তিনি এদিন সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন বলে জানান।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।